ফেলে আসা গাঁয়ে

সুফিয়া আখতার

ফেলে আসা গাঁয়ে
সুফিয়া আখতার

প্রকাশনায় : ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
প্রকাশকাল : বইমেলা-২০১৩
প্রকাশক : তাওহীদ, ০১৭৩৮-৬৪৪২৫৩
সম্পাদনা সহযোগী : হায়দার রাহমান
বর্ণবিন্যাস : ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : রুহুল আমিন খান
বাঁধাই : আবু তালেব বুক বাইন্ডিং
১০৪, নয়াপল্টন, ঢাকা।
শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০.০০/- (একশত) টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

আমার অতি আদরের ছোট বৌমা ফেরদৌসি তানজিন, লেকচারার স্টেট ইউনিভার্সিটি ঢাকা, যে মেয়েটি অল্প সময়েই আমার ও আমার পরিবারের সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। মরণব্যাধি ক্যান্সারে তার জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। তার আত্মার মাগফিরাত কামনায়-

- সুফিয়া আখতার
শাশুড়ি মা।

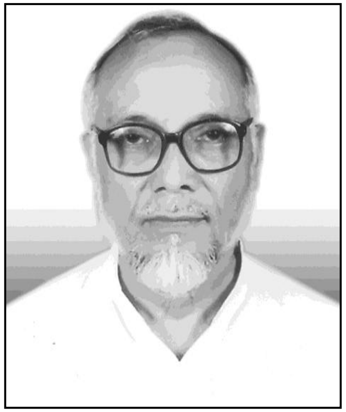

দুটি কথা

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব। মানুষও চায় কিছু সৃষ্টি করতে। প্রত্যেকটি মানুষই তার ভাব প্রকাশ করতে চায় বিভিন্ন উপায়ে। ভাব প্রকাশের এই পথ হরেক রকমের। বক্তৃতা, অভিনয়, লেখনী-এর মধ্যে লেখনীই ভাব প্রকাশের উত্তম পন্থা। সুফিয়া আখতার 'আমার স্ত্রী' অবসর জীবনে এই পথটিই বেছে নিয়েছেন। তার জীবনের বাঁকে বাঁকে যে স্মৃতিময় কথাগুলো লুকিয়ে আছে- এই বইতে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, পাঠকের কাছে বইটি ভাল লাগবে।

মো. ছাদের আলী মিঞা
প্রাক্তন শিক্ষক
বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
ও জেলা শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল।

সূচি

ক্রমিক নং--পৃষ্ঠা
১. সর্বশক্তিমান--০৭
২. বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম----------------০৮
৩. হিযরত-১--০৯
৪. হিযরত-২--১০
৫. হালখাতা--১১
৬. হারানো পাখি--১২
৭. কুঁচবরণ কন্যা--১৩
৮. ভালো লাগে--১৪
৯. শৈশব স্মৃতি--১৫
১০. বাদল দিনে--১৭
১১. আমার মা--১৮
১২. মায়ের নূপুর--১৯
১৩. সোনাব্যাঙের বিয়ে--১৯
১৪. টিয়ের বিয়ে--২০
১৫. অঞ্জনা--২০
১৬. আমাদের ছোট নদী--২১
১৭. মায়ের সাধ--২২
১৮. ভালো বাবা--২৩
১৯. স্মৃতিময় দিনের কথা--২৪
২০. মাকে মনে পড়ে--২৫
২১. শেষ প্রার্থনা--২৬
২২. শিয়াল ও কুমিরছানা--২৭
২৩. বসন্ড় বাহার--২৯
২৪. সুপ্রভাত--৩০
২৫. আমার খুকি--৩১
২৬. বিড়ালের ইঁদুর-বন্ধু--৩২
২৭. কবি জসীম উদ্‌দীনের আসমানী--৩৩
২৮. হাঁসের ছানা--৩৫
২৯. বাংলাদেশ--৩৬
৩০. মায়ের ভাষা--৩৭
৩১. মাকে খুঁজি--৩৮
৩২. নদী--৩৮
৩৩. বৈশাখী ঝড়--৪০
৩৪. শবে মেরাজ- ১ --৪১
৩৫. শবে মেরাজ- ২ --৪২
৩৬. শবে মেরাজ- ৩ --৪৪
৩৭. অধরা সুখ--৪৫
৩৮. রজনীগন্ধা--৪৬
৩৯. সূর্যের হাসি--৪৭
৪০. ফেলে আসা গাঁয়ে--৪৯
৪১. রঙ-তুলি--৫০
৪২. প্রশংসা--৫১
৪৩. ঈদুল ফিতর খুশির ঈদ--৫২
৪৪. মেলার হাতি--৫৩
৪৫. ঘরভোলা পাখি--৫৪
৪৬. আমার দেশ--৫৫
৪৭. ইচ্ছে--৫৬
৪৮. ওদের জন্য--৫৭
৪৯. বন্ধু তুমি ভাল থেকো--৫৮
৫০. আমাদের আফাজ আলী--৫৯
৫১. যে চলে গেছে--৬১
৫২. সূর্যমুখী--৬২
৫৩. বাঁশি--৬৩
৫৪. বিদায় অভিনন্দন--৬৪

সর্বশক্তিমান

সকল ক্ষমতার অধিকারী তুমি, কত মহিমা তব,
তুমি মহীয়ান, গরীয়ান, সর্বশক্তিমান
তুমি এক অদ্বিতীয়, তোমার তুলনা নাই এই ভবে।
সৃজিয়া বিশ্ব, আরশ, কুরসী, জ্বীন, ইনসান
সৃজিলে তুমি হুর, মালায়েক, আদমসন্ড়ান,
সকল ক্ষমতার অধিকারী তুমি, সর্বশক্তিমান।
মানবের তরে সৃজিলে তুমি পাহাড়
পর্বত সমুদ্র, গিরি নদ-নদী,
ফুল-ফসলের অবারিত মাঠ, অসীম আকাশ,
মানবের কল্যাণে দিলে যাহা চাই নিরবধি।
আরশে বসি করিছ শাসন কোন ভ্রান্ড়ি নেই
সকালে উঠিলে সূর্য দিনের সূচনা হয়
আকাশের কোলে ডুবিলে সূর্য রাত অন্ধকারময়।
তোমার নিয়মে নেই কোন ভ্রান্ড়ি ভুল,
তুমি দয়াময়, করুণাময়, তোমার দয়া অতুল।
ক্ষুধার্তে অন্ন দাও, জোগাও পিপাসায় পানি
লালন-পালন সৃজনকর্তা, তুমি অন্ড়র্যামী।
তুমি প্রেমময় ভালবাস সবে, তুমি মহামহিম,
তুমি মহাশক্তিধর সদাজাগ্রত অনন্ড় অসীম।
রোগ-শোকে, বিপদ-ভ্রান্ড়িতে তোমারে যেন না ভুলি,
করি মোনাজাত দরবারে তব সদা দুহাত তুলি।
দয়া করো প্রভু বিশ্বমানবে দাও শান্ড়ি-সুখ,
কত দয়া তোমার! তুমি কত মহীয়ান!
তব দয়া হতে করো না বিমুখ।
শান্ড়ি-সুখ দিও দ্বারে দ্বারে বিশ্বমানবের তরে,
প্রার্থনা এই হে সর্বশক্তিমান, তোমার দরবারে।

বিশ্বনবী মুহম্মদ সাল- াল- াহু আলায়হি ওয়া সাল- াম

রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার,
সবেমাত্র অস্ড় গিয়াছে শুক্লা দশমীর অপূর্ণ চাঁদ
সুবেহসাদিকের উজ্জ্বল নূরে রাঙা পুব আসমান,
আলোকে উজ্জ্বল চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা
কার যেন আজ শুভ আগমন।
আত্মহারা কুল মাখলুকাত, গগনে কী বাঁশি বাজিল আজি!
ছুটিছে ফেরেশতা, তোরণে বাজিছে আনন্দরাশি,
বেহেশতি রমণীগণ সফেদ বসনে কুটিরে আমিনার
এতো আয়োজন দ্যুলোকে ভূলোকে আগমন কার!
মা-আমিনার কোলে নবঅতিথি বেহেশতি নূর শিশু মুহম্মদ (স.)
যুগ-যুগান্ড়ের প্রতীক্ষা ঘুচিল আজি, 'খোশ আমদিদ'।
'মারহাবা ইয়া রাসুল-ুল- াহ', মারহাবা ইয়া হাবীবে খোদা
জ্বীন ইনসান, ফেরেশতাগণ জানায় অভ্যর্থনা।
সেদিন ঝরিল বেহেশতি পুষ্পবৃষ্টি ধুলার ধরায়,
প্রভাত-সূর্য চরণ চুম্বন করিল সোনালি আভায়।
বনের পাখ-পাখালি গাহিয়া উঠিল ইয়া মুহম্মদ,
নদ-নদী, গিরি-নির্ঝর বহিয়া ছুটিল সাগর পানে-
জলে-স্থলে, জনে জনে, লতায় পাতায়
ফুলে ফুলে হাসি রাশি রাশি,
আরব মরু দিগন্ড়ে, খেজুর শাখায় এত শ্যামলিমা!
মেঘশিশুরা ছুটোছুটি করে মিটিমিটি হাসে,
অবাক পৃথিবী- অবাক করল কে আসি?
মুহম্মদ (স.) মুহম্মদ (স.) নহরে নহরে ঝরে বারিধারা,
সৃষ্টিলোকে সবে অবাক তাকিয়ে রয়-
মহাকাশের চেতনালোক আজি প্রথম বসন্ড়ময়।
আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা আত্মহারা,
বিশ্বভুবনে আলণ্ঢাহর অনন্ড় আশির্বাদ, নিয়ামত-
আসিলেন হাবীবে খোদা শিশু নবী মুহম্মদ (স.)।
বেহেশতি নূর নব অতিথির সারা অঙ্গ ভরে
কী বেহেশতি ইশারা কোমল আঁখি পলণ্ঢবে!
নিখিল বিশ্বের অনন্ড়কল্যাণে আশির্বাদ হয়ে ধুলার ধরায় আগমন-
গাহিল প্রথম বসন্ড়ের কোকিল 'ইয়া মুহম্মদ' (স.)।
পুলকিত, শিহরিত মক্কানগরী, কম্পিত দুর্জন সবাই,

কাবা-মন্দিরের দেব-দেবীর মূর্তি সকল ভূলুণ্ঠিত প্রায়-
খসরুর রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়া পড়িছে ভাঙ্গিয়া হায়।
আকাশে পৃথিবীর সর্বত্রই মুক্তির আলোড়ন,
ছন্দ দোলায় দুলে দুলে আজ দোল খায়।
ভীরুতা আর রিক্ততার হয়েছে অবসান,
নামিয়া এসেছে ধরায় আল্লাহর অফুরন্ত কল্যাণ।
স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সর্বশেষ পয়গম্বর,
মানবজাতির কল্যাণে পরম আদর্শ বিশ্বনবী মুহম্মদ (স.)।

হিযরত-১

মক্কা ছেড়ে নবী মুহম্মদ (স.) চলিলেন মদিনায়
জন্মভূমির পানে নবী ফিরে ফিরে তাকায়।
'আমার জন্মভূমি মক্কা আমি ভালবাসি তোমায়',
হায় মক্কা, করুণ নয়নে নবী ফিরে ফিরে তাকায়।
কোরেশ কাফির নেতাগণ যদি না করিত জ্বালাতন,
হে নবী, আমি তোমায় কখনও করিতাম না বর্জন।
কাফের কোরেশগণের নির্মম অত্যাচারে,
পাথর আঘাতে সোনার অঙ্গ রঞ্জিত শোনিত ধারে।
বাঁচতে দিবে না নবীকে এই তাদের পণ-
দেব-দেবীর অর্চনা করিতে কেন করে বারণ?
বর্বর মক্কাবাসী মুক্তা-মানিক চিনিতে করিল ভুল,
তাই শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় নবীকে জর্জরিত করিতে মশগুল।
কাফেরগণ যুক্তি করে কেটে লইবে তাঁর শির,
এ দুনিয়া হতে করিবে বিদায়-করিল স্থির।
দিকে দিকে উন্মুক্ত খঞ্জর হাতে ছুটিল সবাই,
নবীভক্ত সাহাবীগণ বাঁচাইতে নবীর জীবন
রাতের আঁধারে গোপনে ছুটিয়া চলিল কাঁপিয়ে গগন।
নবী ছাড়িলেন মক্কা জন্মস্থান পূণ্যধাম
হায়রে মক্কাবাসী, কাফির মুশরিক নরাধম।
মক্কা ছেড়ে দয়াল নবী মদিনাতে যায়
জন্মভূমির পানে নবী ফিরে ফিরে চায়।
সেথা আল মদিনা যেথা খোরমা, খেজুর,
আঙ্গুর, বেদানা, কমলালেবুর ঘ্রাণ,
কোথাও কাঁটাগাছে ছোট পাখি, পুস্পল বিতান।

মনোরম গিরি- উপত্যকা, কোবা মনোরম স্থান,
পোঁছলেন নবী, সঙ্গে নিয়ে সাহাবাগণ।
'আল-কাসোয়া' উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়ে চলিলেন নবী মদিনা
গগনে আজিকে বাজিল বাঁশি উড়িল বিজয় নিশান।

হিযরত-২

মদিনা পর্ব

'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে মুখরিত চারিদিক,
জয় মদিনাবাসীর- দিকে দিকে পড়ে গেল সাড়া
উদ্ভাসিত, উদ্বেলিত, মদিনাবাসী আনন্দে আত্মহারা।
এলো স্বর্গীয় আশির্বাদ প্রতীক্ষার প্রহর শেষে,
মক্কাবাসী করিল ত্যাগ চিনিল না মানিক-রতন
মদিনা তাঁকে বক্ষে ধরি করিল সাদরে বরণ।
এলো শান্তির দূত আল্লাহর রসূল বেহেশতি নিয়ামত,
যেন আঁধার পেরিয়ে এলো নব সাজে মহান শান্তিদূত
মদিনাবাসীর এতো দিনের প্রতীক্ষা- পূরণ হলো খোয়াব।
এলো ঐ কে এলোরে! শান্তির দূত আল্লাহর রসূল (স.)
ত্যাগিল মক্কাবাসী মদিনা তাঁকে চিনিতে করিল না ভুল।
স্বাগতম হে মুহম্মদ, বালক-বালিকারা নাচিয়া উঠিল হাতে হাত ধরি
কী আনন্দ! ধুলার ধরায় নামিয়া এলো শান্তির বারি।
মক্কাবাসীর প্রস্তরের আঘাত, লাঞ্ছনা রাশি রাশি;
ভুলাইয়া দিল মদিনাবাসী দিয়ে মুখের এক টুকরো হাসি।
হাসি দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বক্ষে জড়ায়ে জানায় সম্ভাষণ,
'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠিল গগন।
মুহম্মদ! মুহম্মদ! কলরোলে মুখরিত মদিনাবাসী,
যেন আঁধার পেরিয়ে গগনে উঠিল আজি শুক্লা দশমীর চাঁদ
তারা দেখিতে ছিল এতদিন ধরে আসিবেন নবী এই খোয়াব।
মনে পড়ে নবীর মক্কা জীবনের দুঃখ-স্মৃতির অতীত জীবনের কথা,
কাফের কোরেশ মুশরিক মোনাফিক কতভাবে দিল ব্যথা।
জুলুম রাতের আঁধার পেরিয়ে হায়-
নবী আজ নতুন সাজে অতিথি মদিনায়।
নতুন জীবন পেলেন নবী, তৌহিদের বাণী ঘোষণার
ইসলামের জয় পতাকা আরবী অশ্বপিঠে-
সাহাবীদের কণ্ঠে ধ্বনি মুখরিত 'আল্লাহু আকবর'।

‘খোশ আমদিদ’ হাবীবে খোদা নবী মুহম্মদ (স.)।

হালখাতা

দিন ক্ষণ মাস যায় ফুরায় বৎসর,
কত আয়োজন, কত কী যে করি নেই অবসর!
স্বজন আপন নিয়ে করি শত কোলাহল,
হিসাবের খাতায় মিলে না অংক সবই ভুল।
ফিরে যাই পিছনে আবার কি পেলাম?
মিলে না উত্তর তার সবই গোঁজামিল।
আমার স্বজন আমার বসত আমার চাওয়া,
সবই মিছে মরীচিকা, হলো না কিছু পাওয়া।
আপন যে জন কেন পর হয়,
আপন বলিতে যারে ভাবি?
আপন, স্বজন বলতে কেউ নাই স্বার্থপর সবই।
আপন বলতে কেউ নাই, কেউ ছিল না কোনো কালে,
তাই হৃদয় বিদীর্ণ করে দুঃখ এঁকে দেয় কপালে।
আপন যেজন ভালবাসি যারে সে কেন পর হয়?
এমনি ধারা ফিরে চলিছে জগৎ সংসারময়।
কে ছুঁড়ে দিল বিষের বাণ বক্ষ বিদীর্ণ করে?
তার তরে কেন মোর অন্দর আনচান করে?
আমি আমার সকলি দিয়ে ভালবাসি যারে-
কেন সে বুঝে না মোরে ছেড়ে চলে যায় দূরে?
হতভাগ্য আমার! কি পেলাম এই একটি বৎসর জুড়ে?
চাওয়া আর পাওয়ার বাসনা লুপ্ত নিয়তির পরিহাসে,
বিধাতা অদৃষ্ট ছলনা করে আড়ালে বসে হাসে।
হালখাতার শুন্য পাতায় হিসাব খুঁজে ফিরি,
না পাওয়ার ছলনায় আমি পাওয়াকে খুঁজে মরি।

হারানো পাখি

সোনার ময়না পাখি আমার কাজল বরণ আঁখি
পুষলাম তোরে যতন করে বুকের ভিতর রাখি।
তবুও কেন ছেড়ে গেলি আমায় দিয়ে ফাঁকি?
ও পাখিরে, কেন দিলি এত মায়া- ছেড়েই যদি যাবি?
এখন আমি শুন্যঘরে তোকে ছাড়া কেমন করে থাকি?
পাখিরে, পুষলাম তোরে যতন করে দুধকলা দিয়া
কেন তবুও চলে গেলি কঠিনরে তোর হিয়া।
সোনার খাঁচায় পুষলাম তোরে দিতাম খাবার সোনার থালে
তবুও তুই চলে গেলি ফাঁকি দিয়ে কোন ছলে?
খাঁচার দুয়ার আগলা করে পাখায় বাতাস দিয়া
উড়ে গেলি দূর আকাশে কেমন তোর হিয়া।
চলেই যদি যাবিরে পাখি কেন দিয়েছিলি আশা?
আমি জানতে পারলে তোকে দিতাম না এতো ভালবাসা।
আঁখি দিয়ে হাসি দিয়ে কেড়ে নিলি মোর মন,
তোকে ছাড়া কেমন করে আমি থাকি যে এখন।
শুন্যঘরে বসত করি শুন্য এ বাড়ি-ঘর,
অবুঝ পাখি তোর তরে উতলা কেন আমার এ অন্দর?
চলেই যদি যাবিরে পাখি কেন দিলি তবে আশা,
এখন আমার নাই যে আশা, নাইরে ভালবাসা।
যে জন তোর দুয়ারখানি খুলে দিল হায়-
ভালোবেসে তুলে নিল দূর আকাশের গাঁয়,
ঘুমিয়ে আছিস সেখানে তুই নিঝুম নিরালায়।
ওই পাড়ে পাখিরে তুই, এই পাড়ে আমি,
আমায় কেউ লয় না তুলে একটু ভালবাসি।

কূঁচবরণ কন্যা

নিকষ কালো রাত্রি ভালো কাব্য ও ছন্দে
কাজল কালো নয়ন ভালো গোলাপ ভালো গন্ধে।
কালোকেশী কাজলা মেয়ে রূপ তার উজালা,
পাগলা হাওয়া এলোমেলো চুল তার বাউলা।
বাউলা চুলে আউলাকেশী কাজল কালো কন্যা,
কোন সুদূরের স্বপন দেখে মনে আনন্দের বন্যা।
রাত্রি কালো, কেশ কালো, কালো কন্যার বরণ
এই কালোতে জয় করিল কোন সে সাধুর মন।
কোন দেশে যাওরে সাধু, কোন দেশে ঘর?
ফেরার বেলায় যাইও বসে আমার তেপান্ড়র।
মুক্তা-মানিক সঙ্গে এনো হীরা জহরত,
কালোকেশে রাখবো ধরে তোমার অন্ড়র।
মন ভুলানো হাসি দেব, চোখ জুড়াবো হেসে
তোমায় আমি রাখবো ধরে আমার কালোকেশে।
আকাশ কালোয় নামবে যখন ঝুমঝুম বৃষ্টি
তখন তোমার পড়বে মনে কালো মেয়ের দৃষ্টি।
সব কালোতে মন যে তোমার রইবে পড়ে হেথা
আর যাইও না সাধু তুমি বাণিজ্যেতে সেথা।
দূরদেশের রূপকন্যার রূপে মন যদি দেয় ধরা,
কাজল কালো কন্যা সে যে কেঁদেই হবে সারা।
ভোমর কালো, রাত্রি কালো কালো ভুবনময়
কালোকেশের কন্যা তোমার মন করেছে জয়।

ভালো লাগে

ভাল লাগে সকালে পুব আকাশে সোনালি সূর্য হাসলে
ভাল লাগে আকাশের গায়ে বাঁকা চাঁদ ওঠলে,
ঝিকিমিকি তারা আর জোনাকির মিটিমিটি আলো।
ভাল লাগে মধ্যরাতের ঝিঁঝি পোকার ছন্দময় সুর,
থেকে থেকে দূর বনে ডাহুকের বেদনা মাখা কান্না-
ভাল লাগে নদীতে পাল তোলা পানসি নৌকা ভাসলে,
হেমন্ড়ে নদীতীরে সাদা কাশফুল হেলে দুলে হাসলে।
ভাল লাগে ফসলের মাঠ পাকা ধানের সোনালি সৌরভ
ছোট্ট শিশুর আনাগোনা, হাসি কান্নার কলরব।
ভাল লাগে আদুল গাঁয়ের ছোট্ট শিশুর হাসিমাখা মুখ।
ভাল লাগে কিশোরীর কমনীয় মুখ লম্বা খোলাচুল
প্রজাপতির নকশা আঁকা 'রঙিন পাখা, নানা রঙের ফুল
এতো ভাল লাগে ধরণীর বুক আমি হয়ে যাই আকুল।
ভালো লাগে রিমঝিম বৃষ্টির ঝুমঝুম ছন্দ
ভাল লাগে গোলাপ রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ।
আকুল উদ্বেলিত হই আমি ধরণীর বিচিত্র রূপে,
যেথা নীলাকাশে সাদা মেঘের আড়ে উড়ন্ড় পাখির ঝাঁক
শরতে বিলের ধারে শালিক, ডাহুক আর সাদা বক-
নদীর দু'পাড়ে দুগ্ধ-ধবল কাশফুলের মেলা।
শীতের কুয়াশা মাখা সবুজ দুর্বাঘাস-
মধ্যপুকুরে ডুবে ভেসে ওঠা, সাঁতার কাটা হাঁস।
ভালো লাগে বসন্ড়ের কোকিলের উদাস সুর
আম্রমুকুলে, হলুদ গালিচা সরষে ফুলে মৌমাছির গুঞ্জন,
শিমুল, কৃষ্ণচূড়া আর জার ল্লের থোকা থোকা ফুল।
ভালো লাগে হিজল, তমাল, শাল দেবদার র বন,
ভাল লাগে শাপলা শালুক আর ঝিলের ধারের সাদা বক
যখন গোধুলিলগ্নে নীড়ে ফিরে হাওয়ায় পাখা মেলে।
ভালো লাগে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, সাম্পান, জেলে নৌকা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নেচে করে খেলা সকাল সন্ধ্যাবেলা,
ভালো লাগে নীড়ে ফেরা পাখির হাওয়ায় পাখা মেলা ঝাঁক
নিত্য দেখি আমার বাংলার এই রূপ, যত দেখি হই অবাক।

শৈশব স্মৃতি

বহুদিন পর গাঁয়ের পথ ধরে চলছি- সেই গ্রাম
যেথা আমার পল-ীমাতা আমার পূণ্য জন্মধাম।
পথ চলতে মনে পড়ে যায় কোথায় সেই শৈশব?
যেথা আমার জীবনের অনেক স্মৃতি কলরব।
মনে পড়ে পথের দু'ধারে ছনের ঘর সারি সারি,
ধনী গরীব বাস করে সেথা সুখে দুঃখে পাশাপাশি-
মায়াবী আবেশে জড়িয়ে আছে যেন কাছাকাছি।
নবান্ন এলে প্রতি গৃহে গৃহে পড়ে যায় ধূম,
ঘুম নেই কৃষকের চোখে নতুন ধানের মৌসুম।
দুধেল গাভী হাম্বা রবে ডাকছে বাছারে,
কৃষাণী ঘোমটা মাথায় চলছে পুকুরঘাটে,
কাজ যে তার মেলা, ফিরছে ঘনঘন পায়ে-
কাঁখের কলসি উথলি ছন্দে ছন্দে জল পড়ছে গায়ে।
ছোট শিশুগুলো হলণ্ডা করি খেলছে খোলা মাঠে
ধানের খড়ের বল তাদের পায়ের আগে আগে চলে।
কেউ খেলিছে ডাংগুলি, কানামাছি, কেউ মাতিছে গানে
পলণ্টীমাতারে ডাকিছে কেউ আলীম আব্বাসের সুরে সুরে।
মনে পড়ে ভরদুপুরে সাথী সনে মিলে বেশ কজনা
চুপটি করে আম পাড়া হতো সাথে আয়শা, রমিছা, জমিলা, হেনা
কাঁচালঙ্কা আর লবনের সাথে মেখে খেতে কত মজা।
সেই শৈশব হারিয়ে গেছে কখন কবে ধুলায় লুটায়ে হায়-
গ্রামখানি যেমনি ছিল এখনও কি তেমনি আছে পরম মমতায়?
আলম, হাছেন, জবা, হাশেম শৈশবের সেই হাসি উচ্ছ্বল প্রাণ,
হয়েছে কবরবাসী, জান্নাত দিও খোদা তোমার দয়া অফুরান।
ব্যস্ড় সময় কাটিয়ে মাঝে গ্রামের মেঠোপথ ধরে ফিরি,
খবর নেয়া হয়নি অনেকের দীর্ঘসময় ধরি।
মনে পড়ে যক্ষ্মায় মারা গেছে ওই বাড়ির জামালের বাপ
মায়ে তার কর"ণ সূরে থেকে থেকে করছে বিলাপ।
লিলি, জবা, কুসুম, সুরিয়া খুকীর বিয়ে হয়েছে দূরগাঁয়ে
কারও সাথে আর হয় না দেখা কখনো গ্রামে গেলে।
জমিলা চায়নার সংসার কেমন চলছে জগৎ মাঝে?
কারও খবর নেয় না কেউ, পড়ে না বুঝি কারও মনে।
মনে পড়ে সেবার কলেরায় মারা গেল সোনা মোলণ্ঠার মা,
স্বামী তার অনেক আগেই পাড়ি দিয়েছে অচিন গাঁ।
শাশুড়ির সাথে বাঁধল ঘর গাঁয়ের মমতা করি,
স্বামীর ভিটামাটি প্রাণ যে তার এই সংসার ঘরবাড়ি।
মনে পড়ে ও বাড়ির তৈমুদ্দীর মা বেড়ায় ভিক্ষা করি

কেউ দেয় চাল ডাল কেউ দেয় পয়সা-কড়ি।
আপন কেউ ছিল না তার এই ভব সংসারে
গাঁয়েরে ভালবেসে কাঁচাবয়স কেটেছে এই বাড়ি ঘিরে।
এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ফিরে সারা দিনমান ধরে,
সন্ধ্যে সাঁঝে ফিরতো ঘরে ভিক্ষার পোটলা মাথায় করে।
তৈমুদ্দীর মা ফিরলো ঘরে এলো জ্বর সেই কালরাতে
জানলো না কেউ অভাগী মরলো একলা বিছানাতে।
পশ্চিমপাড়ার আনিসের ফুপু ল্যাংড়া যার একখানি পা,
হাঁটু ধর ছন্দে ছন্দে ঘুরতো ফিরতো সারা গাঁ।
দিন যে তার কাটতো ভালই এবাড়ি ওবাড়ির পান্ড়া ছাতু খেয়ে-
বিয়েবাড়ির আসর জমাইত গায়ে-হলুদের গান গেয়ে।
পূর্বপাড়ার গফুরের মা ছাড়লো গ্রাম অভাবের দোষে
অভাব যে তার নিত্যসাথী সঙ্গে গেল সেই দেশে।
গফুরের বোন কুলসুম আর সোনাখাতু, খেলার সাথী আমার-
সময়-অসময়ে আমার মায়ের ফুট-ফরমাস খাটিত দেদার।
কাজের ফাঁকে বিকাল দুপুরে বসে যেত সারি সারি,
একে অন্যের উঁকুন বেছে দিতাম কত না যতন করি।
দুঃখী পরিবার খাঁ-বাড়ির দুঃসাহসী মানিক খাঁ
এলে স্বাধীনতার ডাক 'মুক্তিযুদ্ধ' ঘরে ঘরে যুবক ছেলে
নিজ হাতে গড়া বন্দুক লয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে।
শত্র" করবে নাশ, যায় যাবে প্রাণ এই তাদের পণ,
খাঁ বাড়ির মানিক, পশ্চিমপাড়া- দক্ষিণপাড়া মিলে কতজন,
ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধে দেশ করবে মুক্ত এই তাদের পণ।
এলো মুক্তি স্বাধীন হইল দেশ, হায়-
খাঁ বাড়ির মানিক শত্র"র বুলেটে হারালো প্রাণ
উত্তরপাড়ার দস্যি ছেলে কাদেরের আজও নেই সন্ধান।
বড় ভাই সবার, করিমের বাপ,
সঙ্গে নিয়ে যেতো মোরে দেখতে থিয়েটার
সিরাজদৌলা শাজাহান, রূপবান আর বেহুলা সুন্দরী,
বর্ষার দিনে দেখতে যেতাম নৌকাবাইচ তার পিছন ধরে,
বাবার শাসন মায়ের বকুনি নিষেধ অমান্য করে।
কত দিন কত বছর পার হলো আজি এই সন্ধ্যায়
শৈশবের মধুর স্মৃতি খুঁজি আজ একা বসে নিরালায়,
জীবন সায়াহ্নে কত কথা-কত স্মৃতি আজ মনে উথলায়।
চলছি শান্ড় মেঠোপথে মনে গাঁথা স্মৃতি অবিকল,
মনের গভীরে বাজছে আজ শৈশবের সেই কোলাহল।

বাদল দিনে

সকাল থেকে আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে আজ,
গুমোট গরম, দমকা হাওয়া আকাশে কালো সাঁঝ।
হঠাৎ এলো বৃষ্টি রিমঝিম অবিরাম অবিচল
ডুবলো ডোবা ডুবলো পুকুর নামলো ধারাজল।
আকাশ বুঝি কান্না করে বারণ করবে কে?
দাদা-দাদি, মাসি-পিসি তার কেউ নেই যে।
দুষ্টুরা সব হলণ্ঢা করে ভিজছে মাঠের পরে
এমন দিনে কে তাদের রাখবে ধরে ঘরে?
ঘরের চালে বুড়ো কাক, চড়ুই শালিক ভিজছে
টুনটুনি বউ পাতার বাসায় ছানা আদর করছে।
রিমঝিম রিমঝিম টুপটাপ বৃষ্টি ঝরছে,
আকাশ কালো মেঘের কন্যা খিলখিল হাসছে।
দুলছে কদম্ব, কেয়া, হাসনু-হেনা, জারু্ল ঘন বরিষণে,
কেয়াপাতার নৌকা গড়ি চাঁপা খেলিছে আনমনে।
হিজল, তমাল দুলিছে দোলায় হয়ে একাকার
গঞ্জের হাটের খেয়াঘাটে বাঁধা বন্ধ পারাপার
মাঠ ঘাট থই থই জলে একাকার।
দুষ্টরা সব হলণ্ঢা করে ভিজছে মাঠের জলে
গায়ে মেখে কাদা, পায়ে পায়ে বল লয়ে।
ডুবলো মাঠ, ডুবলো ঘাট বৃষ্টি থামে না আর
বৃষ্টি বাতাস ছন্দ দোলায় নেচে গেয়ে একাকার।
মেঘের আড়ে একটু ফাঁকে সূর্য যখন হাসে-
মেঘপরীরা লজ্জা পেয়ে লুকায় দূর আকাশে।

আমার মা

কাজল কালো চোখ দু'টি মার
মেঘবরণ লম্বা চুল,
এমন মাকে কেউ চিনতে
করো নাকো ভুল।
গা খানি তার সোনার বরণ-
খোঁপায় বেলি মালা দোলে
এমন মাকে কেউ কখনো
যেও নাকো ভুলে।
হাঁটলে মায়ে নূপুর পায়ে
মুক্তা ঝরে পড়ে,
এমন মাকে কেমন করে
থাকি আমি ভুলে?
মা যে আমার কথার মালা
আদর সোহাগ মাখা,
মা যে আমার রং-তুলির
রঙিন ছবি আঁকা।
মা যে আমার শোলক বলা
রূপ কথারই ঝুড়ি,
মা যে আমার রাজকন্যা
আনন্দেরই কুঁড়ি।
মাকে নিয়ে স্বপন দেখি
দূর আকাশের পানে,
মাকে নিয়ে পাড়ি দেব
অনন্ড় গগনে।
এখন আমার স্বপনগুলো
উড়ে আকাশ পানে,
রাতের তারায় খুঁজি মাকে
আদর পাবার টানে।
মা যে এখন দূর আকাশের
আঁধার রাতের তারা,
মিছেই খুঁজি মাকে আমি
যায় নাতো তাকে ধরা।

মায়ের নূপুর

আমার মায়ের পায়ের নূপুর
হারিয়ে গেল ঘাটে
কেউ তা পায়নি খুঁজে
সূর্য গেল পাটে।
ঝোপের ঝাড়ে বাঁশ বাগানে
দোয়েল ঘুঘু গায়,
মায়ের নূপুর পায়নি তারা
বলল যে আমায়।
জলপরীরা ওঠলো ভেসে
ঘাটের কিনারায়
বলল তারা নূপুর মোরা
খুঁজছি সারা গাঁয়।
মাগো তুমি- আর কেঁদো না
চুপটি করে থাকো,
তোমার নূপুর ছাড়া আমি
ঘরে ফিরবো নাকো।

সোনাব্যাঙের বিয়ে

বৌ সেজেছে সোনাব্যাঙ আজ হবে তার বিয়ে,
বাপ দিল শামুকমালা ঝিনুকমালা মায়ে-
বর সেজেছে কোলাব্যাঙ টোপর মাথায় দিয়ে।
পাতিহাঁস ফাস ফাস বরের মাথায় ছাতি,
টেংরা পুঁটি বরের সাথী সবার পিছে হাতি।
বাঁশি বাজায় বোয়াল মাছ, ঢোলক বাজায় কৈ
খেতে দিল চিড়া পায়েস ক্ষীর সন্দেশ খই।
বৌয়ের বাপ রাগ করে লাল শাড়ি কই?
এই নিয়ে সারাবাড়ি পড়ে হৈ চৈ।

টিয়ের বিয়ে

টিয়ে পাখির বিয়ে ঘোমটা মাথায় দিয়ে,
বর এলো পালকি চড়ে সঙ্গী-সাথী নিয়ে।
ডালিম ডালে বাজনা বাজায় ফিঙে শালিক ময়না,
মিষ্টি দিতে দেরী কেন? আরতো দেরী সয় না।
ভুতুম পাখি গান গায় ঢোলক বাজায় পেঁচা
শাড়ি গয়না মন্দ কেন চেঁচায় বৌয়ের চাচা।
বিড়াল মাসি বেজায় খুশি দৈয়ের হাঁড়ি দেখে
কোন ফাঁকে একবার সে, দৈ দেখেছে চেখে।
দোরের কাছের পিয়ারা গাছে
চড়ুই আর ফিঙে নাচে।
দুলিয়ে কোমর দোয়েল এলো টুনটুনি গায় গান,
শিয়াল মাসি লাঠি হাতে ঘনঘন খায় পান।

অঞ্জনা

ছোট্ট মেয়ে অঞ্জনা-
দেখতে সেতো মন্দ না
নাক তার চেপ্টা
কাজল কালো চোখ
হলুদ বরণ গা,
আলতা মাখা পা।
গুটি গুটি পায়ে চলে
তো-তোতলা কথা বলে
তার হাসিতে মুক্তো ঝরে।
বুড়িরা সব গড়িয়ে পড়ে।
রাঙা মাথায় চিরুনি
লাল ফিতেয় বেণুনি
কানে জবা ফুল
কপালে লাল টিপ,
ফোলা ফোলা গাল-
অভিমানে বসে আছে
মা দিয়েছে গাল
ভাত খায়নি কাল।

আমাদের ছোট নদী

আমাদের ছোট নদী বাঁকে বাঁকে চলে না
বৈশাখ মাসে আর হাঁটু জল থাকে না।
পার হয় না গরুর গাড়ি পার হয় না ঘোড়া,
এখন শুধু নদীর বুকে রিকশা, অটো
বাস-ট্রাক চলে জোড়া জোড়া।
কোথায় গেল পানসি নাও বাদাম তোলা পালে,
নদীর বুকে এখন শুধু হাল চাষ চলে।
নদীর জলে ছেলে-মেয়ে নাহিবার কালে
ছোট মাছ ধরে না আর সব গিয়াছে ভুলে।
গামছায় জল ভরে ঢালে না আর গায়ে
পার হয় না গঞ্জের লোক বৈঠাটানা নায়ে।
কোথায় পাব হাঁটু পানি কোথায় ছোট মাছ?
কোথায় পাব দুই তীরে কাশফুলের গাছ?
হরেক রকম দোকানপাট বসছে নদীর তীরে
হকারের হাঁক- ডাক এপার-ওপার ঘিরে।

মায়ের সাধ

মিষ্টি খোকা দুষ্ট খোকা ছুটছে বাড়িময়
হাতি ঘোড়া খেলনা চাই অন্য কিছু নয়।
ভাইয়া দিল লাটিম ঘুড়ি, আব্বু দিল বই,
খোকা বলে- আমার খেলনা হাতি-ঘোড়া কই?
আম্মু বলে- ওরে খোকা শুধুই খেলনা নয়,
লেখাপড়া শিখে জ্ঞানে গুণে বড় হবি নিশ্চয়।
খোকা এখন বড় হয়ে পাঠশালায় যায় পড়তে-
সকাল-বিকাল বই হাতে সুন্দর জীবন গড়তে ।
খেলার চাইতে পড়া বেশী এই তার এখন পণ
খেলবে না আর হাতি-ঘোড়া পড়ায় বেশী মন।
লেখাপড়া শিখে খোকা অনেক বড় হল
দেশ-বিদেশে চাকরি করে অনেক টাকা পেল।
মা বলে- ওরে খোকা আমার বাছাধন
মাকে ছাড়া থাকতে পারিস কেমনে সারাক্ষণ?
ভূতের ভয়ে অন্ধকারে ছিল খোকার ভয়,
এখন খোকা ভয় পায় না সব করেছে জয়।
খোকা ভাবে মাকে দিবে হীরামতির গয়না
রঙিন শাড়ি বাড়ি গাড়ি- মার তো নেই বায়না।
খোকা তার বড় হবে দেশ করবে জয়
জ্ঞানে গুণে সুনাম হবে এই ধরাময়।

ভালো বাবা

(নাতি অনিন্দ্যকে উদ্দেশ্য করে)

আমি ভালো বাবা হবো
আমার বাবুকে করবো না মানা,
যত খেলনা চকোলেট তার চাই
লাটাই ঘুড়ি মার্বেল দিব কিছু মানা নাই।
ডাংগুলি, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু আর ফুটবল
হাসিবে খেলিবে লয়ে সঙ্গী সকল।
আমার বাবুর ইচ্ছামতো খেলতে নেই মানা,
খেলতে খেলতেই তার সব হয়ে যাবে জানা।
আমি ভালো বাবা হবো
আমার বাবুর সকল ইচ্ছা হবে পূরণ
খেলতে মানা ঘুরতে মানা- বলবো না কখন।
সাঁঝের বেলা ফিরলে বাড়ি আদর করে তুলবো ঘরে
বাবার মতো শাসন বারণ করবো নাকো তারে।
মা বলেন- ওরে খোকা দুষ্টু বোকা
তোর খোকা যদি চাঁদে যেতে চায় কিনে দিবি সিঁড়ি?
পানসি নৌকা কিনে দিবি দিতে নদী পাড়ি?
আমার মতো খেলনা দিবি রিমোট গাড়ি, পে- ন
খেলনা বন্দুক, পিস্তল দিবি আর এয়ারগান?
চুপটি করে শোনে খোকা
চিন্তা করে গালে দিয়ে হাত,
বললো খোকা, এটা দিব, ওটা দিব
যা চাইবে তাই দিব, তাই কি আর হয়?
বলবো আমি- ওরে খোকা, খেলনাপাতি নয়
বেশি বেশি খেলনা কিনলে টাকা নষ্ট হয়।
আমি ভালো বাবা হবো
আমার খোকার খেলনা হবো আমি,
বলল খোকার মাকে
কাঁদলে খোকা চুমো দিব টিপ পরাব কপালে
আদর সোহাগ ঢেলে দিব নরম দুটি গালে।
রূপকন্যা আর চাঁদের বুড়ির গল্প শোনাব হেসে
ঘোড়া হয়ে তাকে নিয়ে যাব রূপকন্যার দেশে।
মেঘে মেঘে ভেসে যাব আমি আর খোকা
খোকা হেসেই পাগল, তুমি কত ভালো বাবা।

স্মৃতিময় দিনের কথা

গ্রীষ্ম আসে দাপিয়ে বর্ষা আসে ঝাঁপিয়ে
শরৎ শেষে আসে শীত হাড়-গোড় কাঁপিয়ে,
একই অঙ্গে এতো রূপ দেখি অবাক চোখে
নবরূপে নবসাজ দেখি আমার বাংলার বুকে।
কত রূপ কত শোভায় আঁকা বক্ষে লাবণি
শীতের কুয়াশায় ঢাকা বাংলার অবনি।
বিলে ঝিলে গুটি-শুটি একপায়ে সাদা বক
জড়োসড়ো শীতে সবাই দাঁত কাঁপে ঠকঠক।
ঘাস আর গাছের পাতা শিশিরে ভেজা
রাস্তায় চলে যারা বক্ষে দু'হাত গোঁজা।
কী বাহার! যেদিক তাকাই প্রশান্তি মন ময়
রাস্তার পাশে বস্তির ছেলে গুটিশুটি দাঁড়িয়ে রয়,
অপেক্ষা, হে সূর্য, শীত দূর করে দাও তোমার আলোয়।
গ্রাম জুড়ে সাড়া জাগিয়ে পৌষ এলো, এলো নবান্ন
শূন্যঘর ভরিবে ধানে মিলবে দুবেলা শাকান্ন।
লেপ-কাঁথা নেই যাদের ছেঁড়াকাঁথায় গা ঢাকি
গান জুড়ে দেয়, দুঃখ জুড়ায় শুয়ে গুটিসুটি।
দুধ, গুড়ের ক্ষীর আর খেজুররসের মজার চিতই,
ভাপা, তেলের পিঠা, পুলি, আছে আগের মতই।
ম্যারা পিঠা, রস পিঠা, দুধপুলি, হাতেকাটা সেমাই
মোয়া, চিড়া, মুড়ি, ঝালপিঠা আর দুধ চিতই।
কত না মজা করে খেয়েছি হরষে উলণ্ঢাসে মাতি
পিঠা পাকানোর সাথে গল্প কেটে যেত রাতি।
মেয়ে জামাই আসলে বাড়ি সাথে আত্মীয়-স্বজন
পিঠা-পায়েসের ধুম পড়ে যেত করে নানা আয়োজন।
বয়সের ভারে শীতে নুয়ে পড়া সেই বুড়ো-বুড়ি
আইলা সাজিয়ে সাথে পান-তামাক গল্প দিত জুড়ি।
কালের গভীরে হারিয়ে গেছে সেই উৎসব,
হাম্বা রবে ডাকে না দুধালো গাভি পড়ে না কলরব।
কোথায় পাব দাদী নানীর আদর মাখা দুধভাত
কোথায় পাব শীতের দিনের রসমাখা চিতই?
হাতে সেমাই কাটে না কেউ কোথায় দুধপুলি?
মনে মনে খেয়েই এখন সেসব থাকি ভুলি।
হোটেলের কেক, সমুচা, সিঙ্গারা, পিৎজা, মোগলাই

পাওয়া সহজ হাতের কাছে হরহামেশাই।
রাস্ড়ার পাশে বসে খায় পিঠা এখন সবাই মিলে,
নবান্নের উৎসব এখন চলে রমনার বটমূলে।

মাকে মনে পড়ে

ত্রিভুবনে আপন আমার আছে একজনা
মলিন হাসি, ছিন্নবস্ত্র সে যে আমার মা।
সন্ড়ানেরে না খাওয়ায়ে মা খায় না
অসুখ-বিসুখে মায়ের ঘুম হয় না।
আমার মা এ জগতে তার নেই যে তুলনা।
আমি আঘাত পাইলে কভু আমার শরীরে
সেই ব্যথা লাগে গিয়ে মায়ের অন্ড়রে।
মানিক আমার, খোকন সোনা করিস কেন দস্যিপনা,
আদর দিয়ে সোহাগ ভরে রাঙিয়ে দেয় কপোলখানা।
সে যে আমার মা, এ জগতে তার নেই যে তুলনা।
দুধমাখা ভাত না খেলে নীলপরীরা নেবে ধরে
ঘুম পাড়াতে চাঁদ মামার টিপ এঁকে দেয় কপাল জুড়ে।
অসুখ হলে আমার দেহে ঘুম থাকে না তার চোখে
দুচোখ ভরে জল আসে তার আমার কষ্ট দেখে।
ডাক্তার এনে ঔষধ দিয়ে সেবা করে রাত জেগে,
মায়ের মুখে আহার যায় না আমার কষ্ট দেখে।
সে যে আমার মা, এ জগতে তার নেই যে তুলনা।
মাগো, তুমি আশিস দিও তোমার সন্ড়ানেরে
বড় হয়ে যেন সে তোমার দুঃখ ঘুচাতে পারে।
সেই মায়ের মুখে হাসি দিব, দিব নতুন শাড়ি
আমাকে দিয়ে গড়ব আমি সুন্দর একটি বাড়ি।
আমি আর আমার মা থাকব পাশাপাশি
মাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।
আলণ্ঢাহ তুমি এমন মাকে সুখ দিও এ জগতে,
পরকালে শান্ড়ি দিও ঠাঁই দিও জান্নাতে।

শেষ প্রার্থনা

একদিন আমার হবে যে মরণ,
আজরাইল গোপনে এসে সিনাতে বসিয়া
আমার সোনার জীবন নিবে যে কাড়িয়া
সাঙ্গ হবে ভবের লীলা, দুনিয়ার রঙের খেলা,
সেদিন মওলা তুমি দেখবে বসিয়া।
ওগো মওলা দয়াময়, সেদিন তুমি হইও সদয়,
আমার জান কবজকালে
তোমার পাক কালাম যেন স্মরণ হয়-
আমি গোনাহ্গার বান্দা তুমি দয়াময়,
তুমি মেহেরবানী করে সেদিন হইও সদয়।
আমার যেদিন মরণ হবে কত লোক জড়ো হবে,
স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কাঁদিবে বসিয়া-
সেদিন মওলা তুমি আমার হইও আপন।
সাবান মেখে আমার গায়ে বরই পাতার
গরম জলে হবে যে গোসল,
আতর লোবান গোলাপ জলে কর্পূর মাখিয়ে গায়ে
আমার সঙ্গে যাবে তিনখানা সাদা বসন
সেদিন মওলা তুমি হইও আমার আপন।
চার বেহারার পালকি চড়ে ধীরে ধীরে কলেমা পড়ে
শোয়ায়ে দিবে আমায় আপন ঘরে মাটির বিছানায়
সে ঘরে বাতি নাই, আপনজন কেউ নাই-
একলা ফেলে আমায় ফিরবে তারা দলে দলে
সেইদিন মওলা তুমি হইও সদয় আমার পানে।
আপনজন চলে গেলে ফেরেশতাগণে র্হ দিবে ফুঁকে
মুনকার নকীর ফেরেশতাদ্বয় ওঠায়ে বসাবে আমায়,
আমলনামা আমার হাতে দিবে তুলিয়া।
ওগো মওলা, দয়া করে সাহস শক্তি দিও মোরে।
তুমি প্রভু, তোমার নাম, তোমার পাক কালাম
বলতে যেন না হয় ভুল সেদিন আমার।
তুমি দয়াময়, সেই দিন হইও সদয়
কৃপা করিও তুমি অন্ধকার কবরে আমায়।
তোমার হুকুম পেয়ে ইস্রাফিল ফেরেশতা
যবে সেদিন শিঙ্গায় দিবে ফুঁক
দুনিয়া ধ্বংস হবে সেদিন তুমি একা রবে,

কোন কিছু থাকিবে না এই ভবে।
মিজানের পাল্লা হাতে তুমি বিচারক
আমায় দাঁড় করাবে তোমার আদালতে
সেদিন মওলা তুমি আমার হইও আপন।
ওগো মওলা হাওলা করে নবীজীকে (স.)
নেকী-বদির পাল- া আমার করিও ওজন।
পুলসিরাত পার হতে নবীজীকে ওছিলা করে
তুমি আমার ধরিও হাত-
তোমার দরবারে আমার এই মোনাজাত।
পান করাইও তোমার হাবীবের হাতে
হাউজে কাউসারের এক পেয়ালা পানি।
জনম ভরে ভুল করেছি তোমায় ডাকি নাই,
শাফায়াত পাই যেন নবীর (স.), তোমার দয়ায়।
আমার পরকালের সম্বল কিছুই নাই কি করি উপায়?
তুমি রহিম রহমান, দোযখ থেকে নাজাত দিও
জান্নাতে আমায় দিও ঠাঁই।

শিয়াল ও কুমিরছানা

শিয়াল ডাকে ঝোপের আড়ে
হুক্কা হুয়া বারে বারে
কুমিরছানা নদীর চরে
রোদ পোহাচ্ছে আরাম করে।
শিয়াল ভাবে- একটি ছানা ধরতে পারলে,
ব্রেকফার্স্ট হবে এই সকালে।
চতুর শিয়াল বলল ডেকে- গুড মর্নিং
কেমন আছো ক্রোকোডাইল?
কুমিরছানা বলল হেসে- ভাল আছি শিয়াল ভাই,
মিলেমিশে থাকব মোরা এই তো চাই।
জিভে জল নিয়ে নিত্যদিন শিয়াল ভাবে
আজকে বুঝি সুযোগ হবে।
কুমিরছানারা ফন্দি করে,
থাকবে না আর নদীর চরে।
নয়টি ছানা একত্র হয়ে
পানির ধারে রইল শুয়ে।
শিয়াল বলে- কুমির ভাই,
এগিয়ে এসো রোদ পোহাই।
বড় ছানাটি বলল ডেকে- শিয়াল ভাই,
এসো মোরা কাঁকড়া খাই।
বোকা শিয়াল লোভে পড়ে,
চলে এলো পানির ধারে।
মওকা বুঝে কুমিরছানা
শিয়ালের উপর দিল হানা
শিয়াল বলে- কি করছ কুমির ভাই?
তোমাদের মত আপন বন্ধু আমার নাই।
কুমির বলে- একটি শিয়াল হলে আজ দুপুরে
খুব ভাল লাঞ্চ হবে- সবাই খাবো পেট ভরে।

বসন্ড় বাহার

একি! অপরূপ আল্পনায় ধরণী সেজেছে আজ,
এসেছে ফাল্গুন মাস প্রকৃতির বুকে শিল্পীর কারুকাজ।
ঝরাপাতার ডালে নতুন কুঁড়ি পাতা
লাল-সবুজের গালিচা যেন লাবণ্য মাখা।
নব পলণ্ডবে ফুটেছে পলাশ, শিমুল,
অশোক চূড়ায় দোল খায়-
সূর্যমুখী, গন্ধরাজ, সরষে ফুলের বাহারি গালিচায়।
আম্র মুকুলে মধুকর মধু খুঁজে বেড়ায়
প্রজাপতি রং মাখে পাখায়।
এসেছে বসন্ড় ফুলবনে, সরষে মাঠ হলদে আভায়,
সেজেছে বন, মেতেছে মন, আজি উত্তরী হাওয়ায়।
শিমুল পলাশে রাঙিয়ে শোভা সবুজ পাতার বনে,
হিমেল হাওয়া হেসে দোল খায় চুপিচুপি তার সনে।
দলে দলে বকুলে বকুলে মধুকর ওঠিছে গুঞ্জরি,
কী শোভা! ধরণীর বুকে আহা মরি! মরি!
হঠাৎ বসন্ড়ের কোকিল ডাকিল 'বৌ কথা কও'
এসেছে বসন্ড় অভিমান কেন? কেন কথা নাহি কও।
'বৌ কথা কও' ডাকিছে কোকিল আজি বসন্ড় দ্বারে
ফেলে আসা কালিমাখা অতীতের গণ্ঢানি মুছিবারে।
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহিছে পাখি নাশিতে বেদনা কুহুস্বরে
ভুলে যাও সব আজি নববসন্ড় জাগ্রত দ্বারে দ্বারে।
ফুল ফসলে চম্পক বকুলে ধরণী উঠিছে আকুলি
গাঁথা হয়ে গেলে পুষ্পমাল্য মধুকর যাবে চলি।
শুধু রয়ে যাবে স্মৃতিপটে বসন্ড়ের অমল-ধবল আকাশ,
শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ার বুকে বয়ে যাবে খানিক দীর্ঘশ্বাস।
তবুও আসুক বসন্ড় গাহি নব জীবনের গান
আন্দোলিত হোক নবীন-প্রবীণ সকলের প্রাণ।

সুপ্রভাত

আজি সকল দুয়ার খোলা সুপ্রভাত হে বসন্ড়,
শীতের শেষে নবীন বেশে, দখিনা মলয়ে মিশে,
কোকিলের কুহুতানে এসো এসো হে বসন্ড়।
কাননে প্রান্ড়রে শুকনো বৃক্ষে নব কিশলয়,
ফুলে ফুলে মৌমাছি, ভ্রমরের গুঞ্জন, মনে প্রাণে দোলা-
ধরণীর বুকে কে আনলো এমন অপরূপ খেলা!
সিক্ত শীতে ক্লান্ড় ধরণী বসন্ড়ে প্রাণ উচ্ছ্বল,
কুসুমে কুসুমে অপরূপ সাজে আজ বনভূমি,
রূপ যে তার ভেসে বেড়ায় সারা আকাশ চুমি
আজি বসন্ড় এসেছে দ্বারে সকলি ভুলিবারে
দূর হোক অকল্যাণ, মুছে যাক দুঃখস্মৃতি।
দীর্ঘশ্বাস যত যাক দূরে সরে যাক
অন্ড়র হতে মুছে যাক গণ্ঢানি, পুরাতন জরা পরিতাপ,
এসো হে বসন্ড়, মুছে দিতে সকল দুঃখ অভিশাপ।
রাঙা পলাশ আর শিমুল ফুলে রঙিন শাখার মত
সকল প্রাণ রাঙা হয়ে ওঠুক ভুলে যাক দুঃখ বেদনা শতশত।
বিরহী কোকিলের হাহাকার 'বউ কথা কও' কেন মৌন আজ?
সকল প্রাণে লাগিয়াছে দোলা, খুলে ফেল মৌনতার তাজ।
অন্ড়রে আজি যে ব্যথা ব্যাকুলি উঠে মর্মে বাজে করুণ সুর।
তবুও আয়রে বসন্ড় শিমুল পলাশের রাঙা ডানায়,
'বউ কথা কও' পাখির গানে, পত্র-পলণ্ডবে কচিপাতায়
আয়রে বসন্ড় ঘুচিয়ে দিতে ব্যর্থ জীবনের না বলা বেদনারে
দূর হয়ে যাক শুধু জেগে থাক সুখস্মৃতি এই বসন্ড় বাহারে।

আমার খুকি

যেদিন তুমি আসলে ভবে আমার কোলে,
শুধু কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিল সবে।
লক্ষ্মীসোনা চাঁদের কণা কত নামে ডাকি,
চুপটি করে ডাগর আঁখি মেলে
তাকিয়ে তুমি মিটিমিটি হাসো।
সেই হাসিতে মুক্তা ঝরে রাশি রাশি
তুমি হাসলে ভালো লাগে, কাঁদলে আমি হাসি।
তোমার হাসি তোমার কান্না সকলি ভালবাসি।
হাঁটতে গেলে যখন তুমি হঠাৎ পড়ে যেতে
ছুটে গিয়ে আগলে নিতাম হাত দু'খানা পেতে
বক্ষে ধরি নিবিড় আলিঙ্গনে জুড়িয়ে দিতাম ব্যথা।
খেলা করে ফিরতে বাড়ি হতো যদি তোমার দেরী,
পথ চেয়ে যে কাটে না সময়, কখন ফিরবে তুমি বাড়ি?
মায়ের মন উতলা করি ফিরতে যখন সাঁঝে
ছুটে গিয়ে দূর হতে তুলে নিতাম বুকের মাঝে।
রাত-বিরাতে ভূতের ভয়ে ওঠতে তুমি কেঁপে,
মাগো, তুমি কোথায় থাকো আমায় একলা ফেলে?
এখন তুমি মাকে ছেড়ে যোজন যোজন দূরে,
একলা ঘরে আঁধারেতে কেমন করে থাকো?
তোমার বুঝি এখন আর ভয় করে নাকো।
জোনাক জ্বলা আলো দিয়ে ঝিঁ ঝিঁ গান শুনে,
ফুলের সুবাস গায়ে মেখে আছো আপন মনে।
আকাশপরী শোনায় গান রাত্রি আঁধার হলে,
তাই বুঝি অভাগিনী মাকে গেছিস তুই ভুলে।

বিড়ালের ইঁদুর-বন্ধু

কাঁদছে বিড়াল ম্যাও ম্যাও
দুধ-ভাত খেতে দাও।
ইঁদুরছানা বিড়াল ভয়ে,
চুপটি করে আছে শুয়ে।
ধরতে পারলে ইঁদুরছানা,
খেতে হবে ভারী মজা।
বিড়াল ভায়া তাড়া করে
একটি ইঁদুর ফেললো ধরে।
খেলছে বিড়াল ইঁদুর লয়ে,
ইঁদুর কাঁদে প্রাণের ভয়ে।
প্রাণে মেরো না বিড়াল ভাই,
হাতজোড় করি ক্ষমা চাই।
দয়া করে বিড়াল ভায়া,
ছেড়ে দিল ইঁদুরছানা।
প্রাণ পেয়ে ছুটলো ইঁদুর,
দেখবো না বিড়ালের মুখ।
বিড়াল বলে- বোকা ইঁদুর করিস কেন ভয়?
আমি তোর বন্ধু যে আজ শত্রু আর নয়!
সেদিন হতে ইঁদুর-বিড়াল হলো ভাই ভাই,
একসঙ্গে খায়- খেলে কোন ভয় নাই।

কবি জসীম উদ্‌দীনের আসমানী

এক যে ছিল আসমানী রসূলপুরে ঘর
সে এখন সবার মাঝে আর নয় পর।
আসমানীরে তোমরা যদি দেখতে সবে চাও,
ফরিদপুরের জেনারেল হাসপাতালে যাও।
কবি তুমি দেখতে যদি আসমানীর কদর
ডাক্তার নার্স বিজ্ঞ স্বজন করছে আদর কী!
হাসপাতালের বেডে তার আড়ম্বর বাস
ধুঁকে ধুঁকে বুক থেকে পড়ছে ঘনশ্বাস।
বিজ্ঞ ডাক্তার সমাজপতি আজ মিলে সবাই,
আসমানীরে করছে সেবা সুস্থ হওয়া চাই।
দেখতে যদি কবি তুমি তার আদর আর সেবা,
কোন কালে আসমানীরে কে করেছে কেবা?
সেই আসমানীরে কবি তুমি এনেছ শহরে,
ব্যস্ড় সবাই দিচ্ছে সেবা দিনমান ধরে।
নাড়ি রক্ত, হার্ট পরীক্ষা চলছে সারাক্ষণই
সারাটা জীবন কেটেছে তার বিনা ঔষধ পানি।
ভেন্নাপাতা ঘরের আসমানীরে এনেছ তুমি তুলে,
সবার মাঝে আছে এখন কেউ যাবে না ভুলে।
নয় থেকে নব্বই বছর গেল কেটে তার,
বয়স এখন বোঝা হল সয় না তার ভার।
জয় করেছিল কত ব্যাধি কচি বয়সকালে
মরণ এখন হাতছানি দেয় থেকে আড়ালে।
অজগাঁয়ের আসমানীরে আনলে তুমি টেনে
নেই কবি আজ তুমি নেই আসমানীর সুদিনে।
পত্র-পত্রিকা গণমাধ্যম জুড়ে আছে সে
সহযোগিতা দিচ্ছে সবাই ত্রুটি নাই যে।
কবি তুমি থাকতে যদি এখন ধরাময়
দেখতে পেতে কে তারে কত যত্ন লয়।
পালণ্ডা দিয়ে চলছে সেবা যত্নআত্তি সব
এ পরীক্ষা ও পরীক্ষা চলছে কলরব।
ভেন্না পাতার ছানি ঘরে নাই সে রসূলপুরে,
আছে এখন রাজধানীতে বিজলিজ্বলা ঘরে।
শুয়ে আছে হাসপাতালে আঁখি দুটি বুঁজে,
নিচ্ছে তার খবর সবাই কখন হয় কী যে।

হায় আসমানী! কত আপন কবির তুমি ছিলে,
তাই তুমি সবার মাঝে আসন করে নিলে।
যত্ন সেবা হচ্ছে দেদার তোমার আসমানী,
কবি তোমায় এনে দিয়েছে এত সম্মানখানি।
কত আসমানী পায় না সেবা অসুখ-বিসুখ হলে
সে যে তোমার, তুমি তার তাই এত সুযোগ পেলে।
মরছে কত আসমানীরা কলেরা, ম্যালেরিয়ায়
ঔষধ-পথ্য নাই যে তাদের মরছে বিনা চিকিৎসায়।
ভাগ্য তার অনেক ভালো সে যে কবির নয়নমণি
কবি তাকে এনেছে তুলে গ্রাম থেকে রাজধানী।
ডাক্তার নার্স সবাই আছে আসমানীকে ঘিরে,
অভাগিনী পায় যদি তার প্রাণটারে ফিরে।
এত আদর এত সেবা আর কেবা আজ পায়,
তাকে দেখতে হাসপাতালে সবাই যেতে চায়।
আসমানী খোসমানীরা সবাই ভাল থাকো,
তোমাদের কখনও মোরা ভুলে যাব না নাকো।
আশিস করি আসমানী, চোখ মেলে তাকাও
সুস্থ দেহে সুস্থ মনে বাড়ি ফিরে যাও।

(এর কিছুদিন পর ১৮ আগস্ট-২০১২ আসমানী ইহলোক ত্যাগ করেন।)

হাঁসের ছানা

তই তই তই হাঁস চলছে ঐ,
আগে চলে মা-বাবা,
পিছু পিছু ছোট্ট ছানা
সঙ্গী তাদের বিড়াল মামা।
তই তই তই হাঁসগুলি কই?
হাঁস গেছে বিলের ধারে
পুকুর পাড়ে ঐ।
ছানা ডাকে প্যাক প্যাক
ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
বকের দুটো লম্বা ঠ্যাং।
হলদে পায়ে চলে হাঁস
সাপের ছানা ফোঁসফাঁস।
শিয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া
বিড়াল করে ম্যাও ম্যাও।
লম্বা ঠ্যাং বকের ছানা
পুঁটি ধরেছে একখানা।
মাছরাঙা গাছের ডালে
হাঁস ভাসে দলে দলে।
তই তই তই বেলা গেল ঐ,
আয়রে ঘরে হাঁসের ছানা,
ঝোপের ধারে যেতে মানা।
শেয়াল মামা চুপটি করে
বসে আছে ঝোপের ধারে।
একটা হাঁস শিকার হলে
নাস্তা হবে আজ বিকালে।

বাংলাদেশ

ধানের দেশ, গানের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ
সোনার বাংলা, সোনার দেশ এই আমাদেরই বাংলাদেশ।
নদী-নালা খাল-বিলে কত পাখি উড়ে চলে
হাওড় বাওড়ে গাঙচিল বেড়ায় ডানা মেলে।
মাছরাঙা সাদা বক, কানিবক আর ডাহুক
ডানকানা পুঁটি মাছ খুঁজে ফিরে এদিকওদিক ।
টুনটুনি বাসা বাঁধে বেগুনডালে
বাকুম ডাকে কবুতর ঘরের চালে।
এই দেশ সোনার দেশ আমাদেরই বাংলাদেশ।
আলপথে কৃষক চলে ধানের বোঝা নিয়ে
জল আনতে যায় বধূ ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
ঝলক ঝলক ছলক ছলক কলসীর পানি দোলে
নূপুর পায়ে সেই বঁধুটি মৃদু পায়ে চলে।
তাল, সুপারি, নারিকেল বাগান সারি সারি,
হাসিমুখ কৃষকের কণ্ঠে বাউল-জারি।
এত রূপ এত শোভা আমাদের এই দেশে,
সুখে দুঃখে সবাই মিলে থাকি খেলে হেসে।
ধনী গরীব মিলেমিশে আছি পাশাপাশি
কেউ কারো পর নয় থাকি কাছাকাছি।
সোনার দেশের সোনার শিশু সোনার মানুষ হবে,
আমাদেরই সোনার ছেলে সোনার দেশ গড়বে।

মায়ের ভাষা

বাংলা ভাষা, মায়ের ভাষা জাতির গরব মনের আশা
সালাম বরকত রফিক শফিক জব্বারের রক্ত
ভালোবাসা বিলিয়ে দিল বাঙালির অন্ড়রে।
জীবন দিল রক্ত দিল যারা এই ভাষা অর্জনে
ভুলব না তাদের মোরা রাখবো চিরস্মরণে।
রাজপথের মিছিলে পিশাচের হুঙ্কারে
ঝরে গেল কত তাজা প্রাণ আহারে!
ছাত্র-শিক্ষক, জনগণ সবাই মিলে,
মায়ের ভাষার অধিকার আনলো ছিনিয়ে।
ভাষা পেলাম আবাস চাই,
স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই।
রাজপথ, নদীপথ, আলপথ পেরিয়ে,
মুক্তিরা ছড়িয়ে গেল শপথ নিল আঁধারে।
আর করবো না ভয় মোরা, করবো না আর মাথা হেট
শক্ত হাতে রুখবো মোরা পিচাশের বুলেট-বেয়নেট।
মা দিল বীর সন্ড়ান বোন দিল তার ভাই,
তাজা রক্ত দিল সবাই স্বাধীন বাংলা চাই।
বাংলা চাই, বাংলা চাই, মুক্তির কণ্ঠ,
স্বাধীন হলো বাংলাদেশ দিয়ে গায়ের রক্ত।
ভাষা হল, আবাস হল সোনার বাংলা গড়বো,
দেশ গড়ার কাজে সবাই মিলেমিশে লড়বো।
শক্ত হাতে গড়বো দেশ এই মোদের পণ
দেশ গড়ার কাজে মোরা বিলিয়ে দিব জীবন।
আমাদের পতাকা আমাদের গৌরব,
খোকাখুকি বড় হবে ছড়িয়ে দিবে সৌরভ।

মাকে খুঁজি

মা যে আমার শোলক বলা
রূপকথারই ঝুড়ি
মা যে আমার রূপকন্যা
আনন্দেরই কুঁড়ি।
মাকে নিয়ে স্বপন দেখি
দূর আকাশের পানে,
মাকে নিয়ে পাড়ি দেব
অনন্ড় গগনে।
এখন আমার স্বপনগুলি
উড়ে আকাশ পানে
রাতের তারায় খুঁজি মাকে
আদর পাবার টানে।
কে খাওয়াবে আজকে বলো
দুধমাখা সে ভাত?
কে শোনাবে আদর করে
গল্প গান সারারাত?
মা যে এখন দূর আকাশের
আঁধার রাতের তারা,
মিছেই খুঁজি মাকে আমি
যায় নাতো তাকে ধরা।

নদী

চিরবহতা নদী কালের সাক্ষী হয়ে,
বয়ে চলেছো তুমি নিরবধি।
দু'কূল ছাপিয়ে ঢেউয়ের ছন্দ তুলি,
গতিময় কলকল রবে
বয়ে চলেছো অবিরাম।
গঞ্জের হাটের ধান-পাটের নৌকা
বক্ষে ধারণ করি ভরা বরষায়
পালতোলা নৌকা সারি সারি
কী নয়ন ভুলানো দৃশ্য তোমার!

দূর থেকে ভেসে আসা কলের গান
বিয়ের নৌকা কোন সুদূরের কত ইতিহাস।
তুমি উত্তাল হলে গর্জে ওঠো ঢেউয়ে ঢেউয়ে
তোমার সাথে সখ্য গড়ি আসিলে ঝড় তুফান
তুমি ধ্বংস কর খ্যাপের নৌকা
কত না প্রাণ ফসলের মাঠ।
নদী বহতা নদী, তুমি সর্বগ্রাসী,
হাহাকার কান্না এত ভালবাসো!
সেবার ওগাঁয়ের বিয়ের নৌকা ডুবিয়ে দিলে তুমি
নববধূর সিঁথির সিঁদুর, হাতের কাঁকন, নাকফুল
তুমি গ্রাস করলে নির্মমতায়।
কত স্বপ্নের লাল- নীল পদ্ম ছিল তাদের চোখে।
এক তীর ভেঙে তুমি অন্য তীর গড়,
তোমার বুকে জেগে ওঠে চর।
মহাকালের সাক্ষী হয়ে বয়ে যাও তুমি
প- াবন বন্যায় ধুয়ে মুছে প্রসন্ন করে দাও ভূমি,
পলি বয়ে আনো ফসলের মাঠে।
আবার ফুল-ফসলে ভরে ওঠে আঙ্গিনা-
ধ্বংসের মাঝে পূর্ণ করে দাও বুভুক্ষু মাঠ,
বৈরীতার অবসান করে বন্ধুরূপে দাও দেখা।
শান্ড়্স্নিগ্ধ শ্যামল মূরতি তোমার
আবার বক্ষে খ্যাপের নৌকা, বিয়ের নৌকা,
বয়ে চলে যাও কলকল রবে আনন্দ অপার।
নদী চিরবহতা, নদী কালের সাক্ষী হয়ে-
বয়ে চলেছো তুমি নিরবধি।

বৈশাখী ঝড়

আজকে যেন আকাশটারে কেমন মনে হয়
শঙ্কা জাগে কখন যেন ঝড়ো হাওয়া বয়।
জেলেবৌ আকাশ পানে তাকায় হাতে কাজ ধরি
দুপুর হতেই আকাশ জুড়ে হালকা মেঘ হয়ে এলো ভারী।
কিশোরী মেয়ে খেলায় মাতিয়াছে ও বাড়ির সঙ্গীদের সাথে
মায়ে ডাকে খেলা ফেলে আয় কাজ সারি হাতে হাতে।
মেয়ে বলে মাগো আমার পুতুল সোনার এখন খাওয়ার সময়
নাওয়ায়ে পুতুল মিছেমিছি জলে সোহাগ ভরে চুমো খায়।
এই তো মা আর দেরী নেই, বাবুরে আমার ঘুম পাড়া হলে
তোমার হাঁসগুলি আনতে যাব আমি বিলে।
হেনকালে আকাশ জুড়ে ভারী মেঘের আড়ে লুকালো বেলা
দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে এলো মেঘ-সূর্যের লুকোচুরি খেলা।
জেলেবৌর এ কাজ ও কাজ সারতে যায় যে বেলা পড়ে
কোলের খোকারে ঘুম পাড়ায়ে রাখে শোয়ায়ে মাটির ঘরে।
ডাকে মেয়েকে বাছারে আমার একবার আয়তো কাছে
কোন কাজ রেখে কোনটা সারি আগে, ভুল হয় পাছে।
মাঠের পাড়ে দুধালো গাভী, ছাগল, বাছুর সবে
বাড়ির পানে চেয়ে ডাকে থেকে থেকে হাম্বা রবে।
বিলের জলে হাঁসগুলি ভাসে যেন সাদা পদ্মফুল
আনতে হবে ঘরে এও তার হবে না যে ভুল।
বেলা পড়ে গেল আঁধার ঘনালো সারা আকাশ ছেয়ে
মাঠের গাভী বাছুর ছাগল আগল করিল মায়ে ঝিয়ে।
বাড়ির পথে ছুটিল ওরা আকাশে ঘন সাজ দেখে
বাতাস বেড়ে ঝড়ো হাওয়া ভারী হলো কালো মেঘে।
ডাকে তই তই হাঁসগুলি কই ত্বরা করি আয়
শঙ্কা জাগে মা-মেয়ের মনে অজানা আশঙ্কায়।
আকাশ ছেয়ে নামিল বৃষ্টি সাথে ভয়ঙ্কর ঝড়
বিজলি চমকায় ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেল কত ঘর।
বাড়ির পথ ধরিল মা মেয়ে ভিজে বৃষ্টির জলে
হাঁসগুলি তাদের পিছুপিছু সারি বেঁধে চলে।
ঘন পায়ে চলে মা-মেয়ে জড়াজড়ি করে
ঐতো বাড়ি দেখা যায়
ওদের সঙ্গী হাঁস, গাভী, বাছুর, ছাগল চলে পরম মমতায়।
মেয়ে কয়- মগো, তাড়াতাড়ি চল আকাশ ঘন মেঘে ছাওয়া

কুন্ডলী করি গরম বাতাস আসিছে ধেয়ে
হবে না বুঝি বাড়ি যাওয়া।
সহসা বাড়িল ঝড় সোঁ সোঁ, গোঙারি চারিদিক
মা- মেয়ে জড়াজড়ি করি ছুটিল বেগে তাকায় এদিক-ওদিক।
ঘন কালোমেঘে আকাশ ছাওয়া যেন সন্ধ্যা নামিছে ধেয়ে
শক্ত করি ধরিল মা মেয়ের শাড়ির আঁচলখানি
সাবধানে চলে আর বেশি দূর নেই কিছু দূর এগোলেই বাড়ি।
সাঁঝের বেলা হলো আঁধার ঘনিয়ে এলো রাত্রির
শান্ত হলো পাগলা হাওয়া ক্ষীণদেহে মা-মেয়ে ফিরিল বাড়ি।
বৃষ্টির জলে নেয়ে কাদা-জলে মাখামাখি মনিব দেখে
বাড়ির ভোলা কুকুর মেনি বিড়াল পরম মমতায়
এগিয়ে গেল ছলছল চোখে
যেন ওদের ভাষায় বুঝিয়ে দিল জন-মানব পশু কত অসহায়!
বৈশাখী ঝড় আইল্যা, সিডর, নার্গিস আর জলোচ্ছ্বাস
নদী পাড়ের মানুষের নিত্যসাথী ভাঙা-গড়ার ইতিহাস
তবু বাঁচে তারা স্বপ্ন দেখে গড়ে তোলে নতুন ঘর
জন-মানব পশু-পাখি মিলে বাস করে, কেহ নয় পর।

শবে মেরাজ-১

নবূয়তের একাদশ বছর ২৭শে রজব
কাবা হাতীমে শুয়ে নবী মুহম্মদ (স.)
আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামীন যিনি পবিত্র মহান
প্রিয় মুহম্মদ (স.) কে পবিত্র সেই রজনীতে
সকাশে আলণ্ঢাহর করিলেন আহ্বান।
উদ্দেশ্য সৃষ্টি জগতের তথা আরশে মোয়ালণ্ঢার
নিদর্শন লাভ করাবেন আলণ্ঢাহ সান্নিধ্যে তাঁর।
রাত্রি নিশীথে হযরত জিব্রাইল,
তসরিফ এনে জানালেন সালাম
বক্ষ বিদীর্ণ করি তাঁর ধুয়ে পানিতে জমজম
স্বর্ণ তসতরি পূর্ণ ঈমান ও হিকমত দিয়ে
পুনঃপবিত্র বক্ষে করিলেন স্থাপন।
হাউজে জমজমের পানিতে করিয়া অযু
আদায় করিলেন (স.) দুই রাকাত নফল নামায।
অতঃপর অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত বাহন বোরাক

যার কপালে লিখা ছিল 'লা ইলাহা ইল- াল- াহ' পাক কালাম
আরোহণ করিলেন নবী জিব্রাইল সনে বোরাক পিঠে
বোরাক সম্মুখে হযরত মিকাইল লাগাম হাতে,
স্বর্গ পানে ছুটলেন হাবীবে খোদা নবী মোহাম্মদ
ফেরেশতাগণে করি পরিবেষ্টন
বিদ্যুৎবেগে ছুটিল বোরাক
পিছনে ফেলি উম্মত।
নবীর নয়নযুগল পানিতে উঠিল ভরে
পিছন ফিরিয়া কাঁদেন নবী উম্মতের তরে।
নবী কাঁদেন- ওহে, মা'বুদ রাহমানুর রাহিম
রোজহাশরে আমার উম্মত পাবে কি সম্মান?
আলণ্ঢাহ বলেন- ওহে দোস্ত, হইও না পেরেশান
দুনিয়াতে করে যদি আমার গুণগান
তোমার উম্মত রোজহাশরে পাবে যে সম্মান।

শবে মেরাজ-২

বিদ্যুৎবেগে ছুটিল বোরাক-
বিমোহিত নবী অবলোকন করে নভোমন্ডল, নীল ফোরাত,
বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি একী অপরূপ শোভা!
প্রথম আসমানে থামিল বোরাক
দ্বাররক্ষক ইসমাইল ফেরেশতা খুলে দিলেন দ্বার।
সাক্ষাৎ হইল হযরত আদম (আ.) সনে
দ্বিতীয় আসমানে সাক্ষাৎ হইল ঈসা (আ.)
আর হযরত ইয়াহিয়া (আ.) সনে।
তৃতীয় আসমানে সাক্ষাৎ হইল হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে
যার সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত নবী
প্রশংসায় পঞ্চমুখ যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
চতুর্থ আসমানে নবী সাক্ষাৎ পেলেন হযরত ইদ্রিস (আ.) এর
নুরানী ফেরেশতা সেথায় জপছে তসবিহ আল- াহর।
সেথা কুরশীতে আসীন হযরত আজরাইল (আ.) মৃত্যুদূত,
নবী (স.) সুপারিশ করেন ওহে ভাই আজরাইল (আ.)
আমার উম্মতের উপর আপনার দয়া হয় যেন মরণের কালে।
পঞ্চম আকাশে সাক্ষাৎ হইল হযরত হারুণ (আ.) এর সাথে
যেন আলণ্ঢাহ তাঁর হাবীবের সংবর্ধনায়

সাজিয়েছেন নবী-পয়গম্বর একসাথে।
ছুটিল বোরাক ৬ষ্ঠ আসমানে মহাসমারোহে
সেথা সাক্ষাৎ হইল হযরত মূসার (আ.) সনে।
সপ্তম আসমানে নবী করিলে গমন সাক্ষাৎ হইল ইব্রাহীমে,
যেথা বায়তুল মামুর ফেরেশতাদের ইবাদতগৃহ আসমানী কাবা
তথায় ফেরেশতাগণ জপে আলণ্ঢাহর নাম ইবাদতে
মাশরিক হতে মাগরিবে সারিবদ্ধভাবে হামদ ও সানা।
থামিল বোরাক ফেরেশতাদের চতুর্থ মনজিলে
সফরসঙ্গী জিব্রাইল (আ.) করিলেন আরজ-
হে নবী, অগ্রসর হওয়ার আমার সাধ্য নাই আর।
তথায় অপেক্ষায় ছিল সৌন্দর্যমন্ডিত সিংহাসন 'রফরফ'
আলণ্ঢাহ্ পাকের কুদরতি বাহন।
গৌরবময়, মহিমান্বিত রাজকীয় জৌলুস সপ্তআকাশ হতে
নামিছে নূরানী আভা স্বাগত জানাতে নবী মুহম্মদে (স.)
জিকিরে মশগুল ফেরেশতাগণে 'সুব্বুহুন কুদ্দুছুন'
আল- াহর হামদ ও সানা।
ফেরেশতাগণ নবীকে জানায় খোশ আমদেদ
'মারহাবা, অভিনন্দন ইয়া রাসুলুল- াহ' ।
আকাশে আকাশে মনজিল হতে মনজিলে
দেখিলেন নবী সৃষ্টির শোভা নয়ন ভরে।
এত সুন্দর রূপকার স্রষ্টা পরাক্রমশালী তিনি
সাজিয়েছেন মহাকৌশলে এ বিশ্ব করে সম্পদশালী।
ছুটিল রফরফ আলণ্ঢাহ পাকের আরশে মুয়ালণ্ঢায়,
কাঁপিল নবীর অন্ড়র হৃদয়ে ভয়
সান্নিধ্যে আলণ্ঢাহর না জানি কি হয়?
হেনকালে বাতাসে আসিল মধুর কণ্ঠস্বর
দুঃসময়ের বন্ধুর আশ্বাস বাণী হযরত আবুবকর (রা.)
সেথা ফেরেশতাগণ বহন করে আছেন আলণ্ঢাহর আরশে আলীম
পাঠে রত তারা সদা সর্বদা 'লা ইলাহা ইল- াল- াহ'
কা'বা কাওসাইনে দিদারে আল- াহর নবী মুহম্মদ
নত মস্ড়কে আনুগত্য করি পাঠ করিলেন হামদ ও সানা।
বলেন আলণ্ঢাহ, ওহে নবী দিদারে আমার
কি নজরানা এনেছেন উম্মতের পক্ষ থেকে আপনার?
নবী বললেন- হে রাব্বুল আলামীন
মুহম্মদ ও তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে
এনেছি নজরানা সকল এবাদত।
গ্রহণ করিলেন আলণ্ঢাহ নবীর নজরানা

পরমপ্রভু প্রতিদান দিলেন উম্মতে মুহম্মদী
সকল উম্মতে অপার শান্ড়ি, রহমত, বরকত,
বর্ষিত হোক নিরবধি।
তুষ্ট হয়ে নবী (স.) বলিলেন- হে দয়াময়,
হে প্রভু, এ শান্ড়ি রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক
সকল নেক বান্দায়।

শবে মেরাজ-৩

পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে মুহম্মদ (স.)
নভোমন্ডল হাউজে কাউসার বেহেশত দোযখ
করিলেন নবী অবলোকন।
মনোরম ফেরেশতা বেষ্টিত বেহেশতবাসীর পরমানন্দ
দোযখবাসীরা জ্বলিছে আগুনে কঠিন শাস্ড়ি।
শোকরিয়া আদায় করেন নবী (স.) বেহেশত দেখে
শিহরিয়া উঠেন নবী দোযখীর কঠিন আজাবে।
নবী কাঁদেন- ওহে দয়াময়, কি উপায় হবে
রোজ কিয়ামতে উম্মতে আমার?
আলণ্ঢাহ বলেন, অবিশ্বাসী পাপী তাপী যারা
পরকালে কঠিন শাস্ড়ি পাইবে তারা।
যারা বিশ্বাসী মোমিন ও আবেদ
বাস করবে সুশোভিত মনোরম বেহেশতে পরমানন্দে।
নবী কাঁদেন- ওগো আলণ্ঢাহ পরম দয়াময়
নাজাত পাবে কি রোজ কিয়ামতে উম্মত আমার ?
উপহার দিলেন আলণ্ঢাহ নবী মুহম্মদে (স.)
পঞ্চম ওয়াক্ত নামায, রমযান, শবে কদর, লাইলাতুল বরাত
বরকত ও ফজিলতময় রাতে নামায রোযা পালন করি
উম্মত তোমার করুণা পাইবে মহান আল- াহর।
পাপ পথ ত্যাগ করি পুণ্যের রশ্মি ধরি
কোরআন বিধান মানি পরকালে পাইবে শান্ড়ি অপার।
করুণাময় আলণ্ঢাহ হয়ে মেহেরবান
নবী মারফত দিলেন ইসলামী বিধান।
সকল উম্মত পালন করি আল- াহর জীবন বিধান,
বেহেশতবাসী হবে মানিয়া আল কোরআন।

অধরা সুখ

আমার গোয়াল ভরা গরু ছিল গোলা ভরা ধান
ঘর সংসার জুড়ে ছিল সুখের আহবান।
আমার একটা ছিল বাগান ফুলে ভরা সৌরভ
ছিল আমার ঘর জুড়ে আনন্দ গৌরব।
সূর্যমুখী সন্ধ্যাতারা হাসনাহেনা জুঁই,
সেথা খেলত প্রজাপতি সকাল-সন্ধ্যা নিতুই।
কনকচাঁপা ছিল সেথা আর ডালিম গাছ,
সেই কানন জুড়ে ছিল আমার সুখের আবাস।
গর্ব ভরে পা ফেলতাম সারা বাড়িময়
হেসে খেলে কাটত আমার সারাটা সময়।
স্বপ্ন ছিল আশা ছিল ভরা বাগান নিয়ে,
ফুল হবে ফল হবে থাকব নেচে গেয়ে।
হায়! কালো মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ জুড়ে
সর্বনাশা ঝড়ে আমার সবই নিল কেড়ে।
হেলে পড়া সূর্যমুখী ডাকে আমায় একটু কাছে আয়,
হাত বুলিয়ে আদর করি ফুলের গায়ে পরম মমতায়।
সোহাগ ভরে হাত বুলিয়ে যতন করি ওঠবে বেড়ে,
নুয়ে যাওয়া দেহটারে দাঁড় করাই যতন করে।
ক্ষণিক বাদে নুয়ে পড়া সূর্যমুখী মলিন হাসির ছলে
চাহনিতে যত কথা বলে গেল কোন কথা না বলে।
সেই আকুতি জুড়ে ছিল ফুল ফোটাবার আশা,
সারা বাগান জুড়ে ছিল আমার নিবিড় ভালবাসা।
রইল না আর হাসিমাখা সোনারঙের দিনগুলি,
হারিয়ে গেল সুখ-স্বপ্ন হাওয়ায় পাখা মেলি।
অধরা সুখটাকে যায় না ধরা থাকে যে আড়ালে,
নিভৃতে সুখ দুঃখ মিলে জীবন নিয়ে খেলে।

রজনীগন্ধা

ও রজনীগন্ধা স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় কত যে তোমাকে খুঁজি,
মনের গহীনে সোনালি আকাশে লুকিয়ে থাক বুঝি?
সেই তো সেদিন বলেছিলে তুমি, কত যে ভালবাসি,
সেই সাথে ঝরেছিল হাসির মুক্তা রাশি রাশি।
অঙ্গে তোমার রূপালি বসন সপ্ততলায় বাস,
নীল আকাশে ক্ষুধিত মনে বিলাও সুবাস।
যারে জানো নাই, যারে বুঝ নাই বাঁধিলে মনের আঁচলে,
অভিমানী তুমি লাজে রাঙা, তাই মুখটি ফিরায়ে নিলে।
বাগানে ফুটে আছে চন্দ্রমল্লিকা, হাসনুহেনা বেলি,
নেই শুধু রজনীগন্ধা মিলালে তুমি আকাশে পাপড়ি মেলি।
তোমার গন্ধ সুবাসে ছড়িয়েছ যা আমাকে ঘিরে,
সযতনে তা রাখিব তুলে অতৃপ্ত মনের নীড়ে।
ঘুরে ফিরে আসিবে বসন্ত, নববর্ষ, আষাঢ়,
মেঘ-রোদ্দুর আকাশে বাজিবে অমলিন সুর।
আমি কান পেতে রই সেই সুর মিলায় গগনে,
অতৃপ্ত মনের না পাওয়ার ব্যথা বেজে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
খুঁজিছ কাহারে তুমি! সুদূর পানে তাকাও,
মেঘে ঢাকা তারার মতো আপনারে লুকাও।
ও আমার রজনীগন্ধা স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় সুবাস ছড়িয়ে দাও,
দক্ষিণা বায়ে গন্ধসুধা কাহারে তুমি বিলাও?
তারে বুঝো নাই, তারে জানো নাই, অজানা সে,
তুমি শুধু অকাতরে বিলাও গন্ধ ভালবেসে।
হাওয়ায় হাওয়ায় তুমি ভেসে যাও,
দু'হাত ভরে মায়াবী আবির মাখাও।
বাতাস তোমার পায় না দেখা,
তুমি দূর আকাশের জ্বলজ্বল তারা আঁকা।
আবিষ্ট হয়ে মনের মাঝে বারেবারে লুকাও,
গন্ধ বিলিয়ে অপার আনন্দে সহসা মিলাও।
ও রজনীগন্ধা, তোমার সৌরভে রঙিন প্রজাপতি,
পাখায় মেখে আবির নেচে চলে যায় কোমলমতি।
ছড়ায়ে সুবাস কাহারে তুমি বাঁধিতে চাও বাহুডোরে,
তুমি তারে চিনো নাই, তোমা হতে সে অনেক অনেক দূরে।
ছড়াতে সুবাস ফুটিবে না তুমি বৈশাখী ঝড়ে নুয়ে গেলে,
সুবাসে মাতিয়ে আকুল করিবে না পাপড়ি মেলে।

সূর্যের হাসি

দূর আকাশে সূর্য যখন বিলায় রাঙা আলো,
সেই আলোতে দূর হয়ে যায় মনের যত কালো।
সূর্য যেমন আকাশটাকে এতো ভালবাসে,
রাতের বেলা চন্দ্র যেমন আকাশ পানে হাসে।
সূর্য যদি আকাশ পানে লুকিয়ে থাকে কোথা,
দিনের বেলায় রাত হবে যাবে নাকো দেখা।
এক সূর্য এক আকাশে সারা বিশ্বময়,
আলো দিয়ে রাঙিয়ে তোলে ভুবন আলোময়।
সূর্য যদি নাইবা ভাসে পুব আকাশে কোন কালে আর,
জগৎ হবে নিকষ কালো
কোথা পাব দিনের আলো পথ চলিবার।
আকাশ জুড়ে একফালি চাঁদ ছড়ায় মধুর হাসি,
রাতের কালো দূর হয়ে যায় জোছনায় ভাসি।
চন্দ্র যদি লুকিয়ে থাকে রাতের বেলা কোথা,
খুঁজে তুমি পাবে নাকো ঐ আকাশে হোথা।
রাত্রি বেলায় চাঁদের আলোয় আকাশখানি ভাসে,
তারই সাথে তারারা সব মিটিমিটি হাসে।
চরকা কাটে চাঁদের বুড়ি সারারাত্রি ধরে,
শেষ হয় না চরকা কাটা কাটছে জীবন ভরে।
চাঁদের পাশে সন্ধ্যাতারা মিটিমিটি হাসে,
আলোয় ভরা রাতের আকাশ চাঁদের আলোয় ভাসে।
নিত্য তারার ঝিকিমিকি দূর আকাশের গাঁয়,
সন্ধ্যাতারা আলোয় ভরা আকাশ সীমানায়।
সূর্য ডোবার খানিক বাদে আঁধার নেমে আসে
তাই দেখে চাঁদের বুড়ি পাখনা মেলে আসে।
ঐ আকাশে চাঁদটি যখন মেঘের আড়াল হলো,
হঠাৎ করেই রাতের আকাশ আঁধার ঢেকে গেলো।
উঁকি দিয়ে সন্ধ্যাতারা ডাকছে জোনাক ভাই,
মিটিমিটি আলো দিয়ে রাতটাকে রাঙাই।
আকাশ গায়ে ফুটবো মোরা দূর করিব রাতের কালো,
সঙ্গী মোদের জোনাক পোকা মিটিমিটি দিবে আলো।
সন্ধ্যাতারা বড়াই করে চাঁদের আলো থাক না দূরে-
একখানি চাঁদ যেই আকাশে উঁকি দিল মেঘের আড়ে,
চাঁদের হাসি রাঙিয়ে দিল সারা ভুবনময়।

হাসছে তারা জোনাক পোকা রাত্রি আলোময়
এক সূর্য দিনের বেলায় যেমন শোভাময়,
আলোয় হাসে ভাসিয়ে দিয়ে এই ধরাময়।
রাতের বেলা একফালি চাঁদ আকাশ গায়ে হাসে,
তারই সাথে তারা আর জোনাক আলোয় ভাসে।
তবুও কেন রাত্রিবেলা দিন হয় নাকো,
সূর্যটাকে গুর বলে সেলাম সবাই হাঁকো।

ফেলে আসা গাঁয়ে

আলোয় ভরা পুবের আকাশ সোনামাখা সকালে,
উঁকি দেয় রাঙাসূর্য গাছগাছালির আড়ালে।
পউখ-পাখালির নাচন লাগে গাছে গাছে চিকচিক,
ফড়িং নাচে দুর্বাঘাসে সোনার আলো ফিকফিক।
লাল-নীল প্রজাপতি উড়ে উড়ে ফুলের গায়,
ফুলের রেণু গায় মেখে ফুলবনে মধু খায়।
সাদা বক ফকফক বিল-ঝিল পুকুরে,
ঝাঁক ঝাঁক পাতিহাঁস পাখা মেলে সাঁতারে।
দুষ্টুরা সব হলণ্ঢা করে মাছ ধরতে ব্যস্ড়,
রাখাল ছেলে মাঠের পানে ছুটছে হাতে কাস্ড়।
কৃষাণ বৌ ঘোমটা মুখে কলসি ভরে আস্ড়ে,
নূপুর বাজে র নুঝুনু পা দুখানা ফেলতে,
লাজে রাঙা লজ্জাবতী উঁকি দেয় চলতে
দু'পায়ে তার শিশির কণা সোহাগ ভরে লুটছে।
পাকা ধানের আঁটি মাথায় ঐ কৃষক আসছে,
বুক ভরা আনন্দ তার তাই সুখে হাসছে।
ঝাড়ু হাতে রাঙাবৌ ঘর- দোর ঝাড়ছে,
ঘোমটা মুখে কিষাণী সুখ আনন্দে ভাসছে।
ঢেঁকি চলে দাপুর-দুপুর ননদ ভাবীর দাপটে,
চলবে তাদের এই কাজ সকাল থেকে দুপুরে।
সুখ-দুঃখের যত কথা ঢেঁকির উপর চলছে,

উজাড় করে মনের কথা এ ওকে বলছে।
পান্ড়া খেয়ে শান্ড় হয়ে যাচ্ছে কেউ দূরগাঁয়ে,
ফিরবে তারা সন্ধ্যা-সাঁঝে বেসাত ভরে ছোট্ট নায়ে।
নিত্য দিনের এই ছবিটি কোথা গেলে পাও?
চলো সবে চলো ফিরে যাই ফেলে আসা গাঁও।
বুক ভরা শ্বাস নিব নির্মল বাতাসে সকাল থেকে সন্ধ্যা,
যেথা নেই ডাস্টবিনের ময়লায় বায়ু বাতাস মন্দা।
বুক ফুলিয়ে চলবো সেথা সোনারোদ মাখবো গায়,
সবে চলো যাই ফিরে যাই ফের ফিরে সোনার গাঁয়।

রঙ-তুলি

ছোটবাবু ইয়াফি পেনসিল হাতে করছে কি?
সাপ এঁকেছে একটি, পা তার নয়টি।
শিয়াল আঁকতে হলো কুমির, ছানা তার ছয়টি,
জেরিন আপু বললো এসে এই দুষ্টু করিস কি?
কি এঁকেছিস যাচ্ছেতাই সাপের কোন পা নাই,
শিয়াল কেন কুমির হলো এমন শিয়াল কোথা পাই?
বাবু ভাবে খানিক বাদে চিন্ড়া করে গালে দিয়ে হাত,
এবার আমি আঁকবো দেখিস আকাশের ঐ চাঁদ।
বাবু তুলি হাতে দিল টান উপর নিচ ঘুরিয়ে,
এক চাঁদ আঁকতে গিয়ে খাতা গেল ফুরিয়ে।
সাদিফ বেজায় আঁকতে পটু আঁকে সারাক্ষণ,
বাগান এঁকে আঁকলো জবা বেলি গোলাপ রঙঁন।
আঁকে সাদিফ বাড়ি-গাড়ি আর এরোপেণ্ঢন,
ফুলপাখি সবই আঁকে যখন যা চায় মন।
অনি আঁকে মশামাছি ইঁদুর বিড়াল ব্যাঙ,
আঁকতে গিয়ে বকের ছানা ভাঙলো তার ঠ্যাং।
জেরিন আঁকে জুঁই, চামেলি, রঙিন প্রজাপতি,
আঁকাজোকা নিয়েই তাদের কাটে দিন-রাতি।

প্রশংসা

আল- াহ তুমি এক অবিনশ্বর ভুবন মাঝে,
তোমার গুণ গাহি মোরা সকাল-সাঁঝে।
সৃজিলে তুমি বিশ্বভুবন পাহাড়-পর্বত, নদী গাছপালা,
তুমি এক অদ্বিতীয় অতি মহান আল- াহতায়ালা।
আকাশ, গ্রহ-সূর্য তারা কত সুন্দর তোমার সৃজনধারা,
সূর্যের তাপ চাঁদের আলো, মৃদু বাতাসে হই আত্মহারা।
বনে বনে ফুল, গাছে গাছে পাখি, মাঠে সোনালি ধান,
হে অধীশ্বর, হে মহান আলণ্ঢাহ! সে তোমারই দান।
তুমি সুন্দর! তাই সাজিয়েছ এই ধরণীরে করে অপরূপ
দিনের পরে রাত্রি আসে চলছে তোমার খেলা নিরজনে,
সৃজিলে বিশ্ব মানব এবাদতে তোমার করিতে বন্দনা।
শিক্ষা দিলে তুমি নবী রসূলগণে-
তৌহিদের বাণী পৌঁছে দিতে জনে জনে।
তোমার কৃপা তোমার মহিমা অপার,
মানবেরে দিলে তুমি জ্ঞানের আলো,
ধুয়ে মুছে দিতে সব আঁধার কালো।
পাপী তাপী বান্দা মোরা জীবন আঁধার,
তুমি রহমান! তুমি ছাড়া এ ভুবনে কেহ নাই আর।
কত দয়া তব দয়ার ভা ার অফুরান,
তুমি মহান, এক আলণ্ঢাহতায়ালা তুমি মেহেরবান।
দয়া করো প্রভু, মুক্তি দিও সকল পাপী তাপী প্রাণ,
তুমি দয়ার সাগর কর ণাময় হে মহান।
গোনাহগার বান্দারে তুমি কর দয়া অপার,
তুমি রহিম রহমান, এক আল- াহ রহম করো বান্দার।
বান্দা তোমার দিবারাত্রি গাহিছে জপমালা,
সকল শক্তি সকল প্রশংসা 'হে দয়াময় আলণ্ঢাহতায়ালা'।

ঈদুল ফিতর খুশীর ঈদ

শেষ রমজানের পশ্চিম আকাশে,
একফালি নতুন চাঁদ
এনে দিল খুশির জোয়ার আনন্দ উলণ্ঢাস।
ছোট বড় সবাই করে হৈ চৈ
ঈদ এলো, ঈদ এলো ঐ।
মেহেদি রঙে রাঙিয়ে হাত
আনন্দে উলণ্ঢাসে ঘুমহীন কাটিয়ে রাত।
ভোর না হতেই যত আয়োজন,
যেদিকে তাকাই খুশির জোয়ার সবার মনে
এলো ঈদ, খুশীর ঈদ, ঈদ এলো ঐ।
ঈদের সকাল, নতুন পোষাক করি পরিধান,
মিষ্টি পায়েস খেয়ে ছোটে সবাই ঈদ ময়দান।
কী শোভা! কী অপরূপ সৌন্দর্য পথে পথে,
চলিছে ধনী- গরীব ছোট মিলেমিশে একসাথে।
রং-বেরঙের পাঞ্জাবি আর টুপি মাথায়,
'আল- াহু আকবর' ধ্বনিতে মুখরিত চারদিক,
ফেরেশতাগণ জানায় সংবর্ধনা নামাযীকে।
ঈদ এলো, ঈদ এলো ঐ, এলো খুশির ঈদ।
ধনী-গরীবের নাই ভেদাভেদ,
আজ ঈদুল ফিতর আজ খুশির ঈদ।
বিশ্ব-মুসলিমের অন্ড়রে একই সুর,
ছোট বড় নয় কেহ, কেহ নয় পর।
কোরমা পোলাও, ক্ষীর, পায়েস রান্না যত আজ,
খাবো আর খাওয়াবো মিলেমিশে পরে খুশির তাজ।
সারাটি বছর খোঁজ নেয়া হয়নি যাদের,
সেই বিত্তবান ফিতরা যাকাত বিলায় অকাতরে।
গিয়ে দ্বারে দ্বারে ঈদ শুধু আমার নয়,
তোমার আমার সবার এইতো শিক্ষা ইসলামের,
ধনীর যা আছে- হক আছে তাতে গরীবের।
ছুটিছে নামাযী আলণ্ঢাহভক্ত অনুরক্ত,
মুখে তাকবীর 'আল- াহু আকবর'।
কী অপরূপ শোভা ঈদগাহ্ ময়দানের,
কাতারে কাতারে নামাযী দাঁড়িয়ে সবে,
জপে এক আলণ্ঢাহর নাম র্ক্‌কু ও সিজদাতে।
কী অপরূপ শোভা! ঈদগাহ ময়দানে,
নামায শেষে বক্ষে মিলায়ে বক্ষ-
করে কোলাকুলি নাই ভেদাভেদ ধনী-গরীবের,
এইতো শিক্ষা ইসলামের।
মহামিলন স্থান, ঈদগাহ্ ময়দান,
অনেক দিন হয়নি দেখা, খোঁজ নেয়া হয়নি যার,
সেই মানুষটি পরম মমতায় ¯েœহের পরশ বুলায়
কত জনে কথা, কুশল জানাশোনা,
আলিঙ্গনে উষ্ণ করি বক্ষ তৃপ্ত হয় জনে জনে,
এই তো ঈদ, ঈদুল ফিতর খুশির ঈদ।

মেলার হাতি

সকাল থেকে ইয়াফি বাবু কাঁদছে সারাক্ষণ,
আব্বু-আম্মু সবাই মিলে যতই করছে বারণ
কেউ খুঁজে পায়নি তার অভিমানের কারণ।
এটা চাই ওটা চাই যে যা দিচ্ছে তাই
বাঁকাচোখে হাত বাড়িয়ে এপাশ ওপাশ ফেলছে তা।
নাওয়া-খাওয়া নেই তার খেলার বন্ধুরা সব দূরে,
এমন কঠিন রাগের কাছে সব গিয়েছে সরে।
আধা আধা নাঁকি কথা কেউ বুঝে না তার
এটা নিয়ে বাড়ির সবার দুঃখ হল ভার।
ঘটনা হল কাল বিকালে দাদুর সাথে মেলায় গিয়ে,
বেলুন কিনেছে পুতুল, ঘুড়ি, মাটির ঘোড়া, টিয়ে।
দাদু বিন্নি ধানের খই কিনেছে জিলাপি আর খাজা সন্দেশ,
ভাবলো দাদু বাবু খুশি হবে বেশ।
তিলের নাড়ু গজা জিলাপি কোনটা খাবি বল?
সন্ধ্যা হল এখন মোরা বাড়ি ফিরি চল।
দাদুর সাথে বাবু হাঁটে খাজা সন্দেশ জিলাপি দেখে
মনটা তার বেজায় ভারী দাদু বলে- এটা খাবি ওটা?
কিনে দিব মাটির পুতুল বাঁশের বাঁশি একটা?
ঠ্যাং ঝোলিয়ে হাঁটছে বাবু খুনখুনিয়ে কাঁদছে,
পা চলে না তবুও সে থপর থপর হাঁটছে।
দাদুর কোন কথাই সে মাখছে না আর গায়ে,

মেলা থেকে ফিরল বাবু মৃদুমন্দ পায়ে।
সেই থেকে ঘুমের ঘোরে কাঁদছে বাবু থেকে থেকে,
সকাল থেকে দাওয়ায় বসে পা বিছিয়ে কান্না অবিরত-
দাদী এলো, আপু এলো, দিদিরা সব জড়ো হল,
কিরে বাবু কি হয়েছে? কাঁদিস কেন সত্যি করে বল।
মেলায় গেলি ভয় পেয়েছিস- তুই না দাদুর নাতি?
এই সুযোগে বললো বাবু-
কিনব আমি মেলার ঐ মস্ড় বড় হাতি।
মাহুত হয়ে আগে আগে ফিরব আমি গাঁয়ে গাঁয়ে,
বন্ধুরা সব পিছে পিছে চলবে সারি বেঁধে।
এই না শুনে দাদু বেচারা কপালে দিয়ে হাত,
দাদুর পকেট শূন্য এখন দাদু কুপোকাত।

ঘরভোলা পাখি

আমার একটি পাখি ছিল
নীলকণ্ঠ নীলাঞ্জনা পাখি,
সেই পাখিটি উড়ে গেল
কোন সুদূরে মিলিয়ে গেল-
আমায় দিয়ে ফাঁকি।
ও পাখিরে, দিতাম তোরে প্রাণ ভরে
আদর সোহাগ ভালবাসা,
মিছেই পাখি চলে গেলি
কোন অজানা তেপান্ড়রে।
সোনার পিঞ্জরে রাখতাম তোরে
দানা দিতাম আদর করে
সেই খাঁচাটি শূন্য এখন
হাওয়ায় দোলে খাঁ খাঁ করে।
ও পাখিরে, কত দূরে চলে গেলি?
আদর সোহাগ কেন নিলি?
চলেই যদি যাবি তবে কেন এত মায়া দিলি?
মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে পাখিরে-
চলে গেলি অজানা তেপান্ড়র।
ঘরভোলা পাখিরে তুই ঘরের পথ ভুলে গেলি
কোন সুদূর চলে গেলি আমায় একলা ফেলি।

আমার দেশ

কত ফুল কত পাখি আমার এদেশে
গোলাপ জুঁই চামেলি রজনীগন্ধা, বকুলের সুবাসে
বেলি, জবা, হাসনাহেনা, শিউলি
কত ভোমর মধু খায় ফুলেতে বসি।
দোয়েল কোয়েল ডাহুক বক মাছরাঙা টিয়ে,
চড়ূই শালিক টুনটুনি নেচে বেড়ায় আঙিনা দিয়ে।
প্রভাত সূর্য দেয় স্নিগ্ধ সোনালি আলো,
তাই আমি দেশটাকে বাসি এতো ভালো।
এতো ভালবাসি, এতো ভালো লাগে,
তাই জনম জনম ধরে বাঁচিবার সাধ জাগে।
ফুলে ফুলে রঙিন প্রজাপতি পাখনা মেলে,
চাঁদ ডুবে গেলে জোনাকিরা আঁধারেতে খেলে।
এমন সবুজ শ্যামল সুন্দর দেশ কোথাও কি মিলে?
সবুজ রঙা ঘাসফড়িং ঘাসে ঘাসে বেড়ায় খেলে।
এতো রূপ এতো শোভা আমার এদেশে,
আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল আনারসে।
পেয়ারা, আতা, বরই, কমলা আরও কত কী যে!
পুকুর, নদী ভরা মাছ আর খাল-বিলে,
শাপলা-শালুক আনন্দে দোলে।
ফসলের মাঠে ফলে সোনারঙা ধান,
কৃষকের মুখে তাই এতো হাসি গান।

ইচ্ছে

ইচ্ছে ছিল পাখনা মেলে উড়বো হাওয়া এলে
স্বপ্নপুরী যাব আমি হালকা হাওয়ায় খেলে।
ইচ্ছে ছিল আকাশ ছোঁব হাত দু'খানা মেলে
সোনার দেশে যাব আমি ঐ আকাশের পরে
সেই স্বপ্নগুলি ভেঙ্গে গেল দমকা হাওয়া ঝড়ে।
ইচ্ছেগুলি কেন এমন হয়?
সোনার দেশের সোনার হরিণ ধরতে এত ভয়।
আশা ছিল যাব আমি তেপান্ড়রের মাঠে
সেথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব কাজলদিঘির ঘাটে।
ইচ্ছেগুলি কেন এমন হয়
স্বপ্ন দেখা এখন শুধু ভয়।
মাতাল হাওয়া ধাওয়া করে
স্বপ্নগুলি নিল কেড়ে।
স্বপ্ন সাধের ইচ্ছেগুলি হারিয়ে গেল হায়
সাধ জাগাতে মনের মাঝে তাইতো এত ভয়।
ইচ্ছেগুলি আর কখনো মেলবে নাতো ডানা
স্বপ্ন সাধের ইচ্ছেগুলি করতে তাই মানা।

ওদের জন্য

(আয়ারল্যান্ড প্রবাসী নাতি আননের জন্য)।

হাসনাহেনা জুঁই, চামেলি গন্ধরাজ জবা বেলি,
ফুল ফুটেছে আমার আঙিনায়,
তোরা কে দেখবি আয় চলে আয়।
হাসি, খুশি জেরিন, মীম এলো নিশুমণি
আলামীন, রাকিব এলো আর সাদিফ অনি।
ফুল কুড়াতে রূপার সাথে জুড়ি মেলা ভার
হাত দু'খানি ফুলে ভরা ফুলে একাকার।
সবাই মিলে দাদুর বাগান দেখাশুনা করে
কেউ যেন ছিঁড়ে না ফুল যায় না যেন ঝরে।
প্রজাপতি পাখনা মেলে ফুলের সারা গায়
ফুলপরীরা রাতের বেলা আবির মাখে জোছনায়।
ফুলের বাহার ফুলের শোভা ওরা দেখে নয়ন ভরে
ফুল তুলিতে চুপটি করে আনাগোনা করে।
রূপা বলে আমি নিব, নিশু বলে আমি
হাসি খুশি রেগে বলে ছিড়বে না ফুল তুমি।
দাদু বলে ছিড়বে না ফুল কেবলি দুষ্টুমি।
প্রবাসবন্ধু আনন তুমি থাক অনেক দূরে
তোমার তরে মন যে মোদের দুঃখে থাকে ভরে।
ভাল আছি, ভাল থেকো এই মোরা চাই
মা-বাবা তুমি মিলে সুখ যেন হয় একটাই।
কবে তুমি আসবে বন্ধু কতদিন পরে
সেদিনও ফুটবে ফুল যাবে নাকো ঝরে।

বন্ধু তুমি ভাল থেকো

আশিস নিও বন্ধু তুমি কেমন আছ আজ?
আমার কথা ভাবছ বুঝি ফেলে হাতের কাজ।
বন্ধু আমি ভাল আছি, করছি লেখাপড়া
পৃথিবীতে বড় হব তাইতো জীবন গড়া।
তোমার দেখা পেলে বন্ধু সপ্তাহে একবার
আনন্দেতে মন ভরে যায় দুঃখ নাই তো আর।
এমন মহৎ বন্ধু বলো কজনারই মেলে
সকল দুঃখ ভুলি বন্ধু তোমায় কাছে পেলে
এখনও কি বন্ধু তুমি আমার কথা ভাবো?
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে হঠাৎ করে জাগো?
ভালো আছি বন্ধু আমি বাড়ির সবাই ভালো,
তবুও কেন স্বপ্ন দেখে চোখের পানি ফেলো?
দেখা যদি না হয় বন্ধু এ জীবনে আর
মনে রেখো আমার কথা- আমি বন্ধু যে তোমার।
(সংগৃহীত ও আংশিক সংযোজিত।)

আমাদের আফাজ আলী

আফাজরে তোর বাড়ি কই?
নাম কি তোর বাবার?
এই বয়সে কাজ করিস
এত কাজ করিস কেন?
কেউ নেই কি দেখার?
পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা-
জোগাইলা থেকে রাজমিস্ত্রী,
মাস্টারবাড়ি থেকে হাজীবাড়ি,
আফাজ আলীর আনাগোনা
সবার সাথে জানাশোনা।
ঘরের কাজ, বাইরের কাজ
করতে পারে পাকা বাড়ি দালান-কোঠা
সব কাজের কাজী সে
তার নাই তুলনা ।
আজ আদালতপাড়া কাল বেতকা
পরশু থানাপাড়া
এই করেই চলছে তোর
ক'দিন বাদে আসলি- বল?
এ কাজ ও কাজ জমে আছে
তোরে ছাড়া কি কারও চলে?
ফোনটা তো দিতে পারিস।
কখন কোথায় থাকিস!
উকিলপাড়া মুনসীবাড়ি
রাত-দিন কাজ করি।
দিনের চেয়ে রাতে পয়সা ভারী,
অনেক টাকা গাঁটে নিয়ে
রাতদুপুরে বাড়ি ফিরি।
মাস্টার চাচা বলেন ডেকে-
হতভাগা খেটে মরলি জীবন ভরে
আর কতকাল খাটবি তুই?
কেউ বলে- দুধ আনিস
কেউ বলে- সবজি তরকারি,
গাছ কাটতে কেউ বলে
কেউ বলে- পরিষ্কার করে ঘরবাড়ি।

এইভাবে কাটে তার
জীবনযুদ্ধ অনিবার
চলছে যুদ্ধ বিরামহীন।
কাজ করে হয় যখন পেরেশান
সুর তুলে গায় সে
জারী সারি বাউল গান,
কেউ দেয় শতেক টাকা হয়ে মেহেরবান।
আফাজরে আফাজ, জীবনটাকে দেখ একবার
চলি- শ বছর হলো পার।
আর কতকাল এমনি করে খাটবি বল?
জীবন যখন তোর সাথে করবে ছল
থেমে যাবে গাড়ির কল
সময় থাকতে আলণ্ডাহ বল।

যে চলে গেছে

ভুলতে পারি না কেন? ভোলা যায় না
মনের গভীরে হয়ে আছো স্মৃতির আয়না।
যত ভাবি ভুলে যাব, তত আসে স্মরণে
মায়াবী ছবি হয়ে বসে আছো হৃদয় অঙ্গনে।
সকাল দুপুর সাঁঝে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে
ধরামাঝে পাব না তোমায় সারা জনম ঘুরে।
বেডর ে মে নেই তুমি, টিভি র ে মে নেই
ডাইনিংয়ে নেই তুমি, বারান্দায় নেই।
আছো তুমি ছায়া হয়ে মায়া হয়ে সবার মনে
তুমি আছো হাসি মুখে বসে ওপারে সিংহাসনে।
আছো তুমি আলো হয়ে আকাশে জ্বলজ্বল তারা
মিছেই খুঁজি তোমায় দেবে নাতো ধরা।
ফুল হয়ে থাকো তুমি, পূর্ণিমার চাঁদ হও
তোমার অঙ্গনে তুমি সুবাসিত, আলোকিত রও।
শাওন সন্ধ্যায় যদি মনে পড়ে কাহারে
উঁকি দিও তুমি শরৎ-আকাশে সাদা মেঘের আড়ে
ঘুমের ঘোরে সাদা পরী হয়ে এসো আকাশের গায়ে।
পূর্ণিমা চাঁদের হাসি নিয়ে এসো তুমি
তার মনের আঙ্গিনায়।
দীপ নিভে গেছে, ঝড়ে হারায়ে গিয়েছে চাঁদ কালোমেঘে
ধরা মাঝে অধরা তুমি, শুধুই বেদনা দিয়েছ এঁকে।

সূর্যমুখী

তুমি কি পদ্মপুকুরে শাপলা হয়ে বাতাসে দোল খাও
তুমি জবা নয়নতারা, গাঁদা শ্রাবণের কদম্ব বাতাসে মিলাও।
গন্ধরাজ তুমি, সুবাসিত বকুল, কৃষ্ণচূড়ার ডালে টুকটুকে লালফুল
তুমি কনকচাঁপা, কামিনী, জিনিয়া, মদির বাতাসে হও আকুল।
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে যাও তুমি আকাশের সাদা মেঘে
আকাশে পরীরা মেতেছে বুঝি সহসা তোমায় দেখে।
রজনীগন্ধা মৌ সন্ধ্যা বাগানের থোকা থোকা রঙ্গন
মাতিয়ে ভুবন চলে গেছো তুমি শূন্য করি এ অঙ্গন।
হাত ধরাধরি করে ফিরছে তারা দলে দলে সঙ্গে করে
আকাশতারা মিটিমিটি হাসে এসো হাতে হাত ধরে।
কেন অভিমান কর টগর মালতি হাসনা হেনা?
তুমি কোন বাগানের ঝরা শেফালি, কোমল লজ্জাবতী কেয়া?
ধরণীর বুকে জুঁই, চামেলি তুমি, মেঠোপথের ঘাসফুল
এসো মোরা হাসবো খেলবো নাচবো ছন্দে বাতাস বহিবে আকুল।
বনের পাখিরা শীস দিয়ে যাবে বাতাসে বাজিবে বীণা
সেই সুরে ভেসে যাব মোরা তোমায় সঙ্গে করি
ওগো ফুলপরী মেয়ে এসো হাতে হাত ধরি।
ফুলে ফুলে ভেসে যাও তুমি কোথা কোন দেশ অজানা?
আমি এসেছি অচিন গাঁয়ে নূয়ে পরা কলাবতী ঝরাবকুল
আমি নীল আকাশের সাঁঝের বেলার সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল।
আমি সূর্যমুখী রজনীগন্ধা, বাগানের লাল গোলাপ
জেগে রবো আমি সুবাসিত হয়ে ধরামাঝে ঝরে পড়া ফুল
বনের পাপিয়ার গান শুনবো বৃক্ষশাখা সেথা দিবে ছায়া
আলিঙ্গনে জড়াবে আমায় লুটে নিব আকাশের যত মায়া
ফুলেল আকাশে জেগে রবো আমি যেথা ঝরে যাবে নাকো ফুল
মেঘপরী সেথা আকাশের গায় নেচে হবে আকুল।
ধরার মায়া ছিন্ন করি ভালবাসি অচেনারে আকাশের চিরসাথী
আমি বনের ঝরাফুল বাতায়ন পাশে 'সূর্যমুখী'।

বাঁশি

আমার বাঁশিটি ভেঙ্গে গেছে আজ হায়
নীরব নিভৃতে আমি বসে কাঁদি নিরালায়।
যে বাঁশিতে এত সুর এত কথার কাহিনি বাজে
সেই বাঁশি আমার ভেঙ্গে গেছে কালঝড়ে।
কত কথা তুলিত বাঁশি রঙ্গ রসের তান
সেই বাঁশিতে আজ বাজে না কোন গান।
বাঁশের বাঁশিতে আমার ধরেছিল ঘুণপোকা
ঠাহর পাইনি আমি বাঁশি তাই দিল ধোকা।
আমি মনের গহীনে গেঁথেছি সেই বাঁশির সুর
একেলা ঠাহর করি আমি নির্জনে সকাল দুপুর
আহা! কী মধুর সেই বাঁশিটির সুর বেজে ওঠে মনে!
মনের তেপান্তরে হারানো বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে উঠে বেজে
ভুলতে চাইলেও যায় না ভোলা আকুল করে সে যে।
যে বাঁশির সুর শুনিতে আমার আকুল মন
সকাল-সন্ধ্যা অধীর অপেক্ষায় মন করিত আনচান।
হঠাৎ বাজলে বাঁশি সেই তানে সকাল দুপুর
নিত্য নতুন রাগিনী সাজিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আনন্দ আহলাদে ভরিত মন পরম সুখে
কত সুর তুলতো বাঁশি কত গান
বাজে না সেই বাঁশি তোলে না সুরতান
শুনিব না আর সেই বাঁশিটির কলতান।

শ্রদ্ধেয় বড় আপাা বেগম রিজিয়া সালাম-এর বিদায় উপলক্ষে-

বিদায় অভিনন্দন

আজকে তোমায় ডেকেছি গো ছুটির নিমন্ত্রণে
বেদনা বিধুর সেই সুরটি বাজছে ক্ষণেক্ষণে।
একবৃন্ড়ে অনেক ফুল ফুটেছিল সেই যবে
পুষ্পিত কাকলিত এই মহান অঙ্গনে মুখরিত সবে।
মিশেছিনু সৌহার্দ্যে তোমার একান্ড় আপন
তব মহিমায় আলোকিত ছিল এই ভূবন।
কঠোর কোমল শাসন তোমার
অন্ড়রে ছিল প্রেমপ্রীতি ভালবাসা অপার।
বজ্র কঠিন সাধনা তোমার শিক্ষা ও কর্মে
তাই তুমি ছিলে সাহসী নির্ভীক জেনেছি তা মর্মে।
কত আঁধার দুঃসময় পেরিয়ে যেন তুমি আবার
বিজয় পতাকা করলে বহন আপন ঐতিহ্যে গৌরব।
সাহসিকা মহিয়সী গরীসয়ী ধন্য তোমার জীবন
ধৈর্য-ত্যাগ, তিতিক্ষা-অবদান তোমাকে করেছে মহান।
যতদিন রব মোরা তুমি ছাড়া মনে হবে তব কথা
এই বিদ্যাভুমে প্রাণে প্রাণে বাজবে মর্ম ব্যথা।
আপনারে করেছ ধন্য সৃজিয়া শত মহিয়সী
সেই গর্বে গর্বিত মোরা তব প্রশংসা ভূয়সী।
যাবার বেলায় সে কথা বলে করব না তা ম্ঢান,
জয়, তব সাহসিকা গাহি তব বিজয়ের গান।
পেয়েছি যা কিছু তোমাতে শিখিবার
তাই যেন হয় আমার চলার পথের অঞ্চল আঁধার।
আজ বিদায় সন্ধ্যাবেলায় বিদায়ী অভিনন্দন
অশ্রিসিক্ত করিণ নয়ন শত শত প্রাণের স্পন্দন।
কবির কথায়-

আমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু বিদায় ....।

হেধন্য সুফিয়া আখতার
টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।